ফরজে আইন শিক্ষার্থীদের জন্য

এসো অর্থ বুঝে নামাজ পড়ি

নামাজে মনোযোগ সৃষ্টি করি

সার্বিক দিকনির্দেশনায়
আল্লামা মুফতী মাসউদুল করীম দা. বা.
প্রিন্সিপাল ও শায়খুল হাদীস
টঙ্গী দারুল উলুম মাদরাসা, টঙ্গী
মহাপরিচালক
উম্মুক্ত ইসলামী শিক্ষালয় ফাউন্ডেশন

সংকলনে
মুহাম্মদ আব্দুল কারীম

০১৯৬১ ৮৪ ৮১ ৯০

নও মুসলিম ভাইদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

প্রকাশনায়
উম্মুক্ত ইসলামী শিক্ষালয় ফাউন্ডেশন

আল্লামা মুফতী মাসউদুল করীম দা. বা.-এর

দোআ ও বাণী

نحمده ونصلی علی رسوله الکریم أما بعد!

আলহামদুলিল্লাহ আমার স্নেহের ছাত্র তরুণ আলেমেদ্বীন মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল কারীম সংকলিত **“এসো অর্থ বুঝে নামাজ পড়ি”** শীর্ষক বইটির কিছু অংশ পড়ে দেখার সুযোগ হলো। সহজ ও চমৎকার উপস্থাপন। আশাকরি বইটি সাধারণ শিক্ষিত সকল ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদেরকে অর্থ বুঝে নামাজ আদায়ে অনুপ্রাণিত করবে এবং নামাজে মনোযোগ ও আত্মিক প্রশান্তি আনয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

সংকলক মাওলানা খুবই উদ্যোমী ও প্রতিভাবান। তিনি আরো কিছু লেখালেখিতে হাত দিয়েছেন। দুআ করি মহান আল্লাহ তাআলা মাওলানার খেদমতসমূহ কবুল করুন। আমীন

মাসউদুল করীম
প্রিন্সিপাল ও শায়খুল হাদীস
টঙ্গী দারুল উলুম মাদরাসা, টঙ্গী
তারিখ : ২১-৩-২০২০ইং

সূচীপত্র

প্রথম পর্ব

নামাজের ফাযায়েল ও মাসায়েল

❖ নামাজের গুরুত্ব ও ফযিলত
❖ নামাজে আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে কথোপকথন
❖ নামাজে মনোযোগ সৃষ্টির সহজ উপায়
❖ নামাজ বিশুদ্ধ করার উপায়
❖ অযুর ফরজ
❖ অযু করার সুন্নাত তরিকা
❖ গোসলের ফরজ
❖ তায়াম্মুমের ফরজ
❖ অযু ভঙ্গের কারণ
❖ সুন্নাত তরিকায় নামাজ
❖ নামাজের ফরজ
❖ নামাজের ওয়াজিব
❖ নামাজের সুন্নাত
❖ নামাজ ভঙ্গের কারণ
❖ দুই রাকাত নামাজের ৬০টি মাসআলা

ফযিলতপূর্ণ কিছু নামাজ

❖ তাহাজ্জুদ নামাজের ফজিলত
❖ সালাতুত তাসবীহ নামাজের ফজিলত
❖ ইশরাক নামাজের ফজিলত
❖ চাশতের নামাজের ফজিলত
❖ আওয়াবীন নামাজের ফজিলত
❖ সালাতুল হাজত নামাজের ফজিলত
❖ ইস্তিখারার নামাজ
❖ হাদীসে বর্ণিত জুমআর দিনের গুরুত্বপূর্ণ আমলসমূহ
❖ জুমআর নামাজের ফযীলত
❖ ঈদের নামাজ
❖ জানাযার নামাজ

দ্বিতীয় পর্ব

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের তাসবীহসমূহের অর্থ

❖ কালিমায়ে তাইয়্যেবাহ

❖ কালিমায়ে শাহাদাত
❖ ঈমানে মুজমাল
❖ ঈমানে মুফাসসাল
❖ আযান
❖ মসজিদে প্রবেশের দোয়া ও সুন্নাতসমূহ
❖ মসজিদ থেকে বের হওয়ার দোয়া ও সুন্নাতসমূহ
❖ তাকবীর
❖ সানা
❖ তা'আউয
❖ তাসমিয়া
❖ রুকুর তাসবীহ
❖ রুকুর তাহমীদ
❖ রুকুর তাসমিয়া
❖ সিজদার তাসবীহ
❖ দুই সিজদার মাঝে দোয়া
❖ তাশাহুদ
❖ দুরূদ শরীফ
❖ দোয়ায়ে মাসূরা
❖ দোয়ায়ে কুনুত

তৃতীয় পর্ব

নামাজে প্রয়োজনীয় সূরাসমূহের ফযিলত ও অর্থ

❖ পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের বিশেষ দুইটি আদব
❖ পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের বিশেষ তিনটি ফায়দা
❖ সূরা ফাতিহা
❖ সূরা ফীল
❖ সূরা কুরাইশ
❖ সূরা মাউন
❖ সূরা কাউসার
❖ সূরা কাফিরুন
❖ সূরা নাসর
❖ সূরা লাহাব
❖ সূরা ইখলাস
❖ সূরা ফালাক
❖ সূরা নাস
❖ সূরা আ'লাক

- সূরা ক্বদর
- সূরা আলাম নাশরাহ

আমলী সূরাসমূহ

- সূরা ইয়াসীন
- সূরা ওয়াকিয়াহ
- সূরা রহমান
- সূরা কাহাফ
- সূরা মুল্‌ক
- সূরা নাবা

চতুর্থ পর্ব

কুরআন হাদীস থেকে সংগৃহীত ফরজ নামাজের পর কতিপয় দোয়া ও জরুরী আমল

- দোয়া
- আয়াতুল কুরসী
- সূরা হাশর
- সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার
- আমলী তাসবীহ
- ৩৩ আয়াত
- দুরূদে নারিয়া
- দুরূদে শিফা
- আয়াতে শিফা
- ২৪ ঘন্টার দোয়া
- খতমে আম্বিয়া
- খতমে আম্বিয়া পড়ার নিয়ম
- খতমে ইউনুস
- খতমে খাজেগান
- খতমে খাজেগান পড়ার নিয়ম
- অর্থসহ আল্লাহর ৯৯ নাম

প্রথম পর্ব

নামাজের ফাযায়েল ও মাসায়েল

নামাজের গুরত্ব ও ফজিলত

নামাজ ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের অন্যতম মূল স্তম্ভ। বান্দার জন্য মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে জান্নাত লাভের শ্রেষ্ঠ আমল। আকীদার ক্ষেত্রে যেমন মহান আল্লাহ তায়ালার সত্ত্বা ও গুনাবলীর উপর ঈমান আনয়ণ করা গোটা ইসলামের মূল। তেমনি আমলের ক্ষেত্রেও নামাজ গোটা দ্বীনের মূল। এজন্যই মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে অন্য সকল ইবাদতের তুলনায় নামাজের গুরুত্ব সর্ম্পকে অধিক তাকিদ দিয়েছেন। ঈমান আনার পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল হলো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন– কোন আমল আল্লাহ তায়ালার নিকট সব চেয়ে বেশি প্রিয়? রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন "নামাজ"। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৫৬ ও নাসায়ী শরীফ হাদীস নং ৬১১)
হযরত মোল্লা আলী কারী (রহ:) বলেন। মুহাদ্দীসগণের মতে এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ঈমানের পরে নামাজই সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ আমল।
উদাহরণ স্বরূপ আমরা চিন্তা করলে বুঝতে পারি যে, নামাজ ছাড়া অন্য সকল ইবাদত বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির উপর বিশেষ শর্তে ও সময়ে ফরজ। যেমন কারো মালিকানাধীন নির্ধারিত পরিমাণ ধন সম্পদ পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হলে তার উপর নির্ধারিত হারে যাকাত আদায় করা ফরজ । তেমনি রোযা শুধু বছরে এক মাস ফরজ। আর হজ্জ শুধু ধনীদের উপর জীবনে একবার ফরজ ।
কিন্তু নামাজ এমন এক ইবাদত যার জন্য ঈমান ছাড়া আর কোন শর্ত নেই। ঈমান আনার সাথে সাথে প্রত্যেক বালেগ-আকেল পুরুষ ও নারীর উপর ফরজে আইন। সে ফকির বা ধনী, গোলাম বা মালিক, মুকিম বা

মুসাফির যাই হোক না কেন। একমাত্র মৃত ব্যক্তি ছাড়া প্রত্যেকের উপর ফরজ ।
এজন্যই মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এক দুই বার নয় বরং বহুবার বার নামাজের আদেশ দিয়েছেন। "তোমরা নামাজ কায়েম কর নিশ্চয় নামাজ অশ্লীল কাজ ও পাপ থেকে বিরত রাখে।" (সূরা আনকাবুত, আয়াত ৪৫)

মূল কথা

নামাজ এত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত যা ব্যতীত দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তির বিন্দুমাত্র আশা করা যায় না।
এজন্যই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকালের পূর্ব মুহুর্ত পর্যন্ত 'সালাত' 'সালাত' উচ্চারণ করেছিলেন। তাই আসুন আমরা নামাজের ব্যাপারে আর অবহেলা না করে গুরুত্ব সহকারে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সাথে আদায় করি এবং জান্নাতের পথকে সুগম করি। আমীন।

নামাজে আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে কথোপকথন

হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাব মিশকাত শরীফের ৭৬৬ নং হাদীসে হযরত আবু হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বান্দা যখন নামাজে সূরা ফাতিহার আয়াত–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

"সকল প্রশংসা বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহর জন্য।"

তেলাওয়াত করে তখন আল্লাহ তায়ালা জবাবে বলেন,

حَمِدَنِيْ عَبْدِيْ حَمِدَنِيْ عَبْدِيْ

"আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে।"
আর যখন বান্দা বলে,

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহ তায়ালা পরম দাতা, পরম দয়ালু।

তখন আল্লাহ তায়ালা প্রতিউত্তরে বলেন–

أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِيْ

আমার বান্দা আমার গুণ বর্ণনা করেছে।

যখন বান্দা বলে–

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ

আল্লাহ তায়ালা কিয়ামত দিবসের মালিক।

তখন আল্লাহ তায়ালা প্রতিউত্তরে বলেন–

مَجَّدَنِيْ عَبْدِيْ

আমার বান্দা আমার মর্যাদার কথা বর্ণনা করেছে।

এভাবে প্রতিটি আয়াতে আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ও বান্দার মাঝে কথোপকথন চলতে থাকে।

সহীহ মুসলিম শরীফের ৮ নং হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমি এমনভাবে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত কর যেন তুমি তাকে দেখছ। যদি তুমি তাকে দেখতে না পাও তাহলে মনে কর তিনি তোমাকে দেখছেন।

সুতরাং গোলাম হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে মালিকের প্রতিটি বিধান তথা নামাজ, রোজা ও অন্যান্য বিধানাবলী শতভাগ সঠিকভাবে আদায় করে মহান মালিক আল্লাহ তায়ালাকে রাজি খুশি করে জান্নাতের আশা করা। কিন্তু আফসোস! আজ আমরা নামাজে দাড়িয়ে মহান আল্লাহর সাথে কথা বলা তো দুরের কথা বরং নিজের নফসের সাথে যাবতীয় হিসাব কিতাব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। অথচ হাদীসের ভাষ্যমতে নামাজ আল্লাহর এত বড় এক ইবাদত যার মাধ্যমে একজন সামান্য থেকে সামান্যতম নামাজী ব্যক্তি ইচ্ছা করলে অতি সহজেই আল্লাহ তায়ালার সাথে মহব্বতের যোগসূত্র কায়েম করতে পারে।

নামাজে মনোযোগ সৃষ্টির সহজ উপায়

সাধারণত তিনটি পন্থা অনুসরণ করার মাধ্যমে প্রত্যেক নামাজী তার নামাজে শতভাগ মনোযোগ ও খুশু খুজুর সাথে নামাজ আদায় করতে পারবে। ইন্‌শাআল্লাহ।

❖ প্রথমত : নামাজী ব্যক্তি নামাজে দাঁড়ানোর সময় যদি এই মনোভাব নিয়ে দাঁড়ায় যে, আমি মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়েছি। তার সন্তুষ্টির জন্য নামাজ পড়ছি। তিনি আমাকে দেখছেন। যেমন উল্লেখিত হাদিসে বলা হয়েছে। "তুমি এমন ভাবে ইবাদত কর যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ। যদি তুমি তাকে না দেখ। তাহলে মনে করো তিনি তোমাকে দেখছেন।" (মুসলিম শরীফ : হাদীস নং ৮)

❖ দ্বিতীয়ত : দৃষ্টির হেফাজত। অর্থাৎ নামাজে দাড়ানোর সময় দৃষ্টিকে সেজদার স্থানে রাখা। রুকুতে যাওয়ার সময় দুই বৃদ্ধা আঙ্গুলীর মাঝামাঝি রাখা এবং রুকু থেকে দাড়ানোর সময় পুনরায় সেজদার স্থানে রাখা। উঠা, বসা, রুকু, সেজদা ও দাড়ানো সুন্নাত তরীকায় হচ্ছে কি না তার প্রতি ভাল ভাবে খেয়াল রেখে ধীরস্থিরতার সাথে নামাজ আদায় করা।

❖ তৃতীয়ত : নামাজে মনোযোগ সৃষ্টি করার সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো, সম্ভব হলে অর্থের প্রতি খেয়াল রেখে নামাজ পড়া এবং নামাজের প্রতিটি তাসবীহ, তাকবীর, সূরা-কেরাত, তাশাহহুদ, দুরূদ ও দোয়া সমূহ বিশুদ্ধভাবে গভীর মনোযোগের সাথে পাঠ করা।

উপরোক্ত পন্থা সমূহ সর্বদা সামনে রেখে আমল করার মাধ্যমেই আমাদের সকলের পক্ষে শতভাগ মনোযোগ ও খুশুখুজুর সাথে নামাজ আদায় করা সম্ভব হবে। ইন্‌শা আল্লাহ।

নামাজ বিশুদ্ধ করার উপায়

নামাজ বিশুদ্ধ করার জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছে অযু বিশুদ্ধ ভাবে সুন্নাত তরীকায় ধীরস্থিরতার সাথে করা। যার অযু যত সুন্দর হবে তার নামাজও তত সুন্দর হবে। যদি কারো অযু তাড়াহুড়ার দরুন সুন্নাতের খেলাফ হয়। তাহলে মনে রাখতে হবে নামাজে তার একাগ্রতা নষ্ট হবে।

তাই আসুন! আমরা নামাজের উদাসীনতা দূর করে মনোযোগ সৃষ্টি করতে সুন্নাত তরীক্বায় অযু শিখি ।

অযুর মাসায়েল

অযুর ফরজসমূহ

অযুতে ৪ ফরজ। যথা–

১. সমস্ত মুখ ধোয়া।
২. উভয় হাত কনুইসহ ধোয়া।
৩. মাথার চারভাগের একভাগ মাসাহ করা।
৪. উভয় পা টাখনুসহ ধোয়া।

অযু করার সুন্নাত তরীক্বা

১. পবিত্রতার নিয়ত করা।
২. বিসমিল্লাহ পড়া।
৩. উভয় হাত কব্জিসহ তিন বার ধোয়া।
৪. মিসওয়াক করা।
৫. তিন বার কুলি করা।
৬. তিন বার নাকে পানি দেয়া।
৭. সমস্ত মুখমণ্ডল তিন বার ধোয়া।
৮. ডান হাতের কনুইসহ তিন বার ধোয়া।
৯. বাম হাতের কনুইসহ তিন বার ধোয়া।
১০. উভয় হাতের আঙ্গুলী খিলাল করা।
১১. সমস্ত মাথা এক বার মাসাহ করা।
১২. কান মাসাহ করা, তবে গরদান মাসাহ করা মুস্তাহাব।
১৩. ডান পায়ের টাকনুসহ তিন বার ধোয়া।
১৪. বাম পায়ের টাকনুসহ তিন বার ধোয়া।
১৫. উভয় পায়ের আঙ্গুলী খিলাল করা।

বি. দ্র. হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে ব্যক্তি অযুর শুরুতে এ দোয়া পাঠ করবে–

بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ

তাহলে অযু ভঙ্গ হওয়া পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকে ।

আর অযুর শেষে কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করলে তার জন্য জান্নাতের ৮ টি দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় । (সুবহানাল্লাহ)

গোসলে ৩ ফরজ

১. গড়গড়াসহ কুলি করা। (তবে রোজা অবস্থায় গড়গড়া করিবে না।)
২. নাকে পানি দেয়া।
৩. সমস্ত শরীর ধৌত করা।

গোসলের সুন্নাত তরিক্বা

গোসল করার সময় প্রথমে ইস্তিঞ্জা করে নিবে, অতঃপর পবিত্রতা অর্জনের নিয়তে উভয় হাত ধুয়ে নিয়ে শরীর ও কাপড় থেকে নাপাকী দূর করবে। তারপর হাত ভাল করে পরিষ্কার করে নিবে। অতঃপর নামাজের অযুর মত অযু করে নিবে। অযুর সময় ভালভাবে গড়গড়া করবে এবং নাকের নরম জায়গা পর্যন্ত পানি পৌছাবে। অযুর শেষে মাথায় পানি ঢালবে। অতঃপর ডান কাঁধে ও বাম কাঁধে পানি ঢালবে। এভাবে তিনবার সম্পূর্ণ শরীর ভালভাবে ঘষে গোসল শেষ করবে।

নারী পুরুষ উভয়ের গোসলের নিয়ম একই। তবে মেয়েলোকের খোপা বাঁধা থাকলে চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছলে তা খোলা জরুরী নয়। কিন্তু পুরুষের চুল সম্পুর্ণ খোলা রাখতে হবে। উপরন্তু মেয়েদের নাক ও কানের অলংকার পড়ার ছিদ্রে যাতে পানি পৌঁছে তা লক্ষ্য রাখতে হবে।

গোসলের পর নতুন করে অযু করার প্রয়োজন নেই। [প্রমাণ : ফাতওয়ায়ে দারুল উলূম, ১ : ১৪৬ # শামী ১ : ১১৯]

তায়াম্মুমে ৩ ফরজ

১. পবিত্রতার নিয়ত করা।

২. সমস্ত মুখ একবার মাসাহ করা।

৩. দুই হাতের কনুইসহ একবার মাসাহ করা।

অজু ভঙ্গের কারণ ৭টি

১. পায়খানা বা পেশাবের রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হওয়া।

২. মুখ ভরে বমি করা।

৩. শরীরের ক্ষতস্থান হতে রক্ত, পুঁজ বা পানি বের হয়ে গড়িয়ে পড়া।

৪. থুথুর সাথে রক্তের ভাগ সমান বা বেশি হওয়া।

৫. চিৎ বা কাঁৎ হয়ে হেলান দিয়ে ঘুম যাওয়া।

৬. পাগল, মাতাল বা অচেতন হওয়া।

৭. নামাজে উচ্চস্বরে হাসা।

সুন্নাত তরিকায় নামাজ

সুন্নাত তরীকায় সঠিক পদ্ধতিতে নামাজ আদায় বলতে আমরা যা বুঝি তা হচ্ছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদায়কৃত নামাজ। যা তিনি সাহাবায়ে কেরাম কে হাতে কলমে শিক্ষা দিয়ে ঘোষণা করেছেন, তোমরা নামাজ আদায় কর যে ভাবে আমাকে নামাজ আদায় করতে দেখ। তাই আসুন নামাজের সকল ফরজ ও সুন্নাত পরিপূর্ণ পাবন্দীর সাথে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত সুন্নাত তরীকায় নামাজ আদায় করি ।

নামাজের মাসায়েল

নামাজের ফরজ সমূহ

নামাজে ১৩ ফরজ

১. শরীর পাক।
২. কাপড় পাক।
৩. নামাজের জায়গা পাক।
৪. ছতর ঢাকা।
৫. কিবলামুখী হওয়া।
৬. ওয়াক্ত মতো নামাজ আদায় করা।
৭. নামাজের নিয়ত করা।
৮. তাকবীরে তাহ্‌রীমা (اَللّٰهُ اَكْبَرُ) বলা।
৯. দাড়িয়ে নামাজ পড়া।
১০. কেরাত পড়া।
১১. রুকু করা।
১২. দুই সিজদা করা।
১৩. আখেরি বৈঠক।

[**বি:দ্রঃ** নামাজের মধ্যে উপরোক্ত কোন একটি ফরজ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ছুটে গেলে পূনরায় নামাজ আদায় করতে হবে।]

নামাজের ওয়াজিব সমূহ

১. তাকবীরে তাহ্‌রীমা (اَللّٰهُ اَكْبَرُ) বলা।
২. সূরা ফাতিহা পাঠ করা।
৩. সূরা ফাতিহার সঙ্গে সূরা মিলানো।
৪. কেরাত আস্তের জায়গায় আস্তে পড়া এবং জোরের জায়গায় জোরে পড়া।
৫. রুকুতে স্থির থাকা।
৬. রুকু হতে উঠে সোজা হয়ে দাড়ানো।
৭. সিজদাতে স্থির থাকা।
৮. প্রথম সিজদার পর স্থির হয়ে বসা।
৯. দ্বিতীয় রাকাতে বৈঠক করা।

১০. প্রতি বৈঠকে তাশাহহুদ পড়া।
১১. আখেরী বৈঠক। (শেষ বৈঠক)
১২. বিতর নামাজে দোয়ায়ে কুনুত পড়া।
১৩. প্রত্যেক ফরজ ও ওয়াজিব সমূহকে নিজ নিজ স্থানে আদায় করা।
১৪. اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলে নামাজ শেষ করা।

[বি:দ্রঃ নামাজের মধ্যে উপরোক্ত কোন একটি ওয়াজিব অনিচ্ছাকৃত ছুটে গেলে সাহু সিজদাহ দিয়ে নামাজ সম্পন্ন করতে হবে এবং ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দিলে নামাজ ভেঙ্গে যাবে]

নামাজের সুন্নাত সমূহ

১. দুই পায়ের মাঝে কমপক্ষে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁকা রেখে দাড়ানো।
২. তাকবিরে তাহরিমার সময় উভয় হাত কানের লতি বরাবর উঠানো।
৩. ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে তাহরীমাহ বাঁধা।
৪. ছানা পড়া।
৫. কেরাতের পূর্বে আঅযুবিল্লাহ পড়া।
৬. প্রত্যেক নামাজের প্রথম রাকাতে বিসমিল্লাহ পড়া।
৭. সূরা ফাতিহার পর আমীন বলা।
৮. তাহমীদ (سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ) পাঠ করা।
৯. তাকবীর বলা।
১০. রুকু ও সিজদায় কমপক্ষে তিনবার তাসবীহ পড়া।
১১. রুকুতে দুই হাঁটু শক্ত করে ধরা।
১২. রুকুতে পিঠ, মাথা ও কোমর এবং পায়ের গোছা ও উরু সমান রাখা।
১৩. সিজদায় পায়ের গোড়ালি খাড়া করে রাখা।
১৪. বসা অবস্থায় বাম পা বিছিয়ে দেওয়া ডান পা খাড়া রাখা।
১৫. শেষ বৈঠকে দুরূদ পড়া।
১৬. প্রথমে ডান দিকে ও পরে বাম দিকে সালাম ফিরানো।।

[**বি. দ্র.** নামাজের মধ্যে কোন সুন্নাত ছুটে গেলে সাওয়াব কম হয় তবে নামাজ পুনরায় পড়তে হয় না বা সাহু সেজদা দেয়া লাগে না।]

নামাজ ভঙ্গের কারণসমূহ

১. নামাজে অশুদ্ধ পড়া।
২. নামাজের ভিতর কথা বলা।
৩. কোন লোককে সালাম দেয়া।
৪. সালামের উত্তর দেয়া।
৫. উহ! আহ শব্দ করা।
৬. বিনা ওজরে কাশি দেয়া।
৭. আমলে কাসীর করা।
৮. বিপদে কি বেদনায় শব্দ করে কাঁদা।
৯. তিন তাসবীহ পরিমাণ সময় সতর খুলে থাকা।
১০. মুক্তাদি ব্যতীত অপর ব্যক্তির লোকমা গ্রহন করা।
১১. সুসংবাদ ও দুঃসংবাদের উত্তর দেয়া।
১২. নাপাক জায়গায় সিজদা করা।
১৩. ক্বিবলার দিক হতে সিনা ঘূরে যাওয়া।
১৪. নামাজের কুরআন শরীফ দেখে পড়া।
১৫. নামাজে শব্দ করে হাসা।
১৬. নামাজে দুনিয়াবী কোন কিছু প্রার্থণা করা।
১৭. হাঁচির উত্তর দেয়া।
১৮. নামাজে খাওয়া ও পান করা।
১৯. ইমামের আগে মুক্তাদী দাঁড়ানো। (মুক্তাদী ইমাম হতে এগিয়ে দাঁড়ানো।)

দুই রাকআত নামাজে ৬০টি মাস্‌আলা

(একা নামাজ পড়ার নিয়ম)

নামাজের প্রথম রাকআতে রুকুর আগে ১১টি মাসআলা

১. হাত উঠানো সুন্নাত।

২. তাকবীরে তাহ্‌রীমাহ্‌ اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলা ফরজ।
৩. হাত বাঁধা (মেয়েদের জন্য হাত রাখা) সুন্নাত।
৪. সানা পড়া সুন্নাত।
৫. আ'উজুবিল্লাহ পড়া সুন্নাত।
৬. বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নাত।
৭. আলহামদু শরীফ পুরা পড়া ওয়াজিব।
৮. আলহামদুর শেষে اٰمِيْنَ বলা সুন্নাত।
৯. সূরার শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ পড়া মুস্তাহাব।
১০. সূরা মিলানো ওয়াজিব।
১১. ক্বিরাআত পড়া ফরজ।

রুকুতে ৬টি মাসআলা

১. রুকুতে যাওয়ার সময় اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলা সুন্নাত।
২. রুকু করা ফরজ।
৩. রুকুতে দেরী করা ওয়াজিব।
৪. রুকুতে থাকিয়া سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ তিনবার, পাঁচবার অথবা সাতবার বলা সুন্নাত।
৫. রুকু হইতে উঠিবার সময় سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলা সুন্নাত।
৬. রুকু হইতে সোজা হইয়া খাড়া হওয়া ওয়াজিব।

১ম সিজদাতে ৬টি মাসআলা

১. সিজদাতে যাওয়ার সময় اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলা সুন্নাত।
২. সিজদা করা ফরজ।
৩. সিজদাতে দেরী করা ওয়াজিব।
৪. সিজদাতে থাকিয়া سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى তিনবার, পাঁচবার অথবা সাতবার বলা সুন্নাত।

৫. সিজদা হইতে উঠিবার সময় اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলা সুন্নাত।
৬. দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হইয়া বসা ওয়াজিব।

২য় সিজদাতে ৬টি মাসআলা

(১ম হইতে ৫ম পর্যন্ত প্রথম সিজদার মত)
৬. সিজদা হইতে সোজা হইয়া খাড়া হওয়া ওয়াজিব।

২য় রাকআতে রুকুর আগে ৭টি মাসআলা

১. হাত বাঁধা সুন্নাত।
২. বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নাত।
৩. আলহামদু শরীফ পুরা পড়া ওয়াজিব।
৪. আলহামদুর শেসে اٰمِيْنَ বলা সুন্নাত।
৫. সূরার শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ পড়া মুস্তাহাব।
৬. সূরা মিলানো ওয়াজিব।
৭. ক্বিরাআত পড়া ফরজ।

(২য় রাকাআতের রুকু ও সিজদার মাসআলা প্রথম রাকআতের মত।)

আখেরী বৈঠকে ৫টি মাসআলা

১. আখেরী বৈঠক ফরজ।
২. আত্তাহিয়্যাতু পড়া ওয়াজিব।
৩. দুরূদ শরীফ পড়া সুন্নাত।
৪. দু'আয়ে মাসুরা পড়া সুন্নাত।
৫. আস্‌সালামু আলাইকুম বলিয়া নামাজ শেষ করা ওয়াজিব।

বি. দ্র. ৬০ নং মাসআলা : ফরজ নামাজ দাঁড়াইয়া পড়া ফরজ। নফল, সুন্নাত বসিয়া পড়াও জায়েয আছে। তবে বসিয়া পড়িলে অর্ধেক সওয়াব হইবে।

ফযিলতপূর্ণ কিছু নামাজ

তাহাজ্জুদ নামাজের ফজিলত

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ফরজ নামাজের পর সমস্ত নফল নামাজের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মর্যাদার নামাজ হলো গভীর রাত্রের নামাজ। অর্থাৎ তাহাজ্জুদ নামাজ। (মুসলিম শরীফ : হাদীস নং ২৮১২)

হযরত আবু মালেক আশআরী রা. বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জান্নাতে এমন কিছু সুন্দর কামরা রয়েছে যার ভিতর থেকে বাহিরে দেখা যায়। আর বাহির থেকে ভিতর দেখা যায়। আল্লাহ তায়ালা সেগুলো ঐসব মানুষের জন্য তৈরী করেছেন যারা মেহমানদারী করে, বেশী বেশী সালাম দেয় এবং রাতে নামাজ পড়ে যখন অন্যরা ঘুমিয়ে থাকে। (সহীহ ইবনে হিব্বান : হাদীস নং ২৬২)

তাহাজ্জুদ নামাজের সময়

ফায়দা : তাহাজ্জুদ নামাজের সময় দোয়া কবুল হয়। হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তায়ালা রাতের তৃতীয়াংশে প্রথম আসমানে এসে বলতে থাকেন, কে আছো আমার কাছে দোয়া করবে? আমি তার দোয়া কবুল করব। কে আছো আমার কাছে রিযিক চাইবে আমি তাকে রিযিক দিবো। এভাবে আল্লাহ তায়ালা ফজর পর্যন্ত ডেকে ডেকে বলতে থাকেন। (তিরমিযী শরীফ : হাদীস নং ৩৪৯৮)

সালাতুত্ তাসবীহ-এর ফজিলত

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আপন চাচা হযরত আব্বাস রা. কে বললেন, হে আমার চাচা! আমি আপনাকে এমন একটি আমলের কথা বলবো যা আদায় করার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের নতুন পুরাতন, ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, ছোট বড়, প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল প্রকার গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।

সেই আমলটি হলো : ৪ রাকাত নামাজ সালাতুত তাসবীহের নিয়তে পড়বেন। যদি সম্ভব হয় প্রতিদিন বা সাপ্তাহে, মাসে, বৎসরে অথবা জীবনে একবার পড়বেন। (মেশকাত শরীফ : হাদীস নং ১৩২৮)

সালাতুত্ তাসবীহ পড়ার নিয়ম

এই নামাজ অন্যান্য নফল নামাজের মতই পড়তে হয়। তবে পার্থক্য শুধু এতে নিম্নোক্ত তাসবীহটি ৩০০ বার পড়তে হয়।

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ

নিয়ত : আমি সালাতুত তাসবীহের চার রাকাত নফল নামাজ আদায় করছি اللهُ اَكْبَرُ। এরপর ছানা পড়ে উক্ত দোয়া ১৫ বার পড়তে হবে। তারপর আঅযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহসহ সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা মিলানোর পর রুকুতে যাওয়ার আগে ১০ বার পড়তে হবে। রুকুতে গিয়ে রুকুর তাসবীহর পর ১০ বার, দাড়িয়ে ১০ বার, অতঃপর সিজদায় গিয়ে সিজদার তাসবীর পর ১০ বার পড়তে হবে। এবং প্রথম সেজদা থেকে উঠে বসে ১০ বার পড়তে হবে। দ্বিতীয় সিজদার তাসবীর পর ১০ বার পড়তে হবে। এই হলো মোট ৭৫ বার। এ নিয়মে আরো তিন রাকাত পড়তে হবে। আর দোয়া হবে মোট ৭৫×৪=৩০০ বার।

ইশরাকের নামাজের ফজিলত

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামাজের পর সূর্য উঠা পর্যন্ত যিকির-আযকারে মশগুল থেকে দুই রাকাত ইশরাকের নামাজ আদায় করে তার আমল নামায় এক হজ্ব ও এক ওমরার সাওয়াব লিখে দেওয়া হয়। (তিরমিযী শরীফ : হাদীস নং ৫৮৬)

আরেক হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত, ইশরাকের নামাজের ব্যাপারে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, হে আদম সন্তান! তুমি দিনের প্রথমাংশে আমার জন্য চার রাকাত নামাজ পড় আমি তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবো। (আবু দাউদ শরীফ : হাদীস নং ১২৯১)

চাশতের নামাজের ফজিলত

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি চাশতের দুই রাকাত নামাজ আদায় করবে। তাকে গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। আর ৪ রাকাত পড়লে তাকে ইবাদতকারীদের দলভুক্ত করা হবে। ৬ রাকাত পড়লে ঐ দিন তার নফল ইবাদতের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। ৮ রাকাত পড়লে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাতে একটি স্বর্ণের বালাখানা তৈরি করবেন। (তিরমিযী শরীফ : হাদীস নং ৪৭৩)

অপর হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি দ্বিপ্রহরের আগে ৪ রাকাত নামাজ পড়বে সে যেন তা কদরের রাতে আদায় করলো। (শুয়াবুল ঈমান-৮৯৫৫)

চাশতের নামাজের সময়

আনুমানিক সূর্য যখন আকাশের একচতুর্থাংশ ওপরে উঠে তথা ৯টা থেকে ১০টার ভিতরে পড়া উত্তম।

আওয়াবীন নামাজের ফজিলত

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মাগরীবের পর ছয় রাকাত নামাজ পড়বে যার মাঝে সে কোন (মন্দ) কথা বলবে না তার আমল নামায় ১২ বছর নফল ইবাদত করার সাওয়াব দেওয়া হবে। (সহীহ ইবনে খুযাইমা : হাদীস নং ২০৭)

উল্লেখ্য যে, আওয়াবীন নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে মাগরিবের ফরজের পর স্বতন্ত্রভাবে ৬ রাকাত পড়া উত্তম। তবে যদি কেউ খুব ব্যস্ততার দরুন সুন্নাতসহ ৬ রাকাত পড়ে তাহলেও আওয়াবীনের সাওয়াব পাওয়া যাবে।

সালাতুল হাজত নামাজের ফজিলত

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহর

নিকট বান্দার বিশেষ কোন প্রয়োজন দেখা দিলে (অথবা শরীরিক-মানসিক কোন পেরেশানী দেখা দিলে) উত্তমরূপে অযু করে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়বে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও দুরূদ শরীফ পাঠ করে মনের আশা আল্লাহ তায়ালার দরবারে ব্যক্ত করবে। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা বান্দার হাজত পূর্ণ করবেন। (তিরমিযী শরীফ : হাদীস নং ৪৭৯)

❖ উল্লেখ্য যে, অযু করার পর যে কোন নফল বা সুন্নাত নামাজে তাহিয়্যাতুল অযু, সালাতুল হাজত বা দুখুলুল মসজিদ এর নিয়ত করা যায় এবং সাওয়াবের আশা করা যায়। তবে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আদায় করে নেয়া উত্তম।

ইস্তিখারার নামাজ

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভাল মন্দ আল্লাহর পক্ষ হতে জানার ইচ্ছা করলে উত্তমরূপে অযু করে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়ে এই দোয়া মনোযোগ সহকারে পড়বে এবং যে স্থানে اَنَّ هَذَا الْأَمْرَ বর্ণিত হয়েছে সেস্থানে اَلْأَمْرَ উচ্চারণ করার সময় নিজের উদ্দেশিত কাজটির কথা স্মরণ করবে। এভাবে তিন/পাঁচ/সাত দিন করলে আল্লাহর ইচ্ছায় ভাল হলে মন ঐদিকে আকর্ষণ করবে আর মন্দ হলে অন্তরে খারাপ লাগবে। (বুখারী শরীফ : দুরূদ ১১৬৬)

ইস্তিখারার দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ. اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ أَوْ عَاجِلِ أَمْرِيْ وَاٰجِلِه فَاقْدُرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ أَوْ عَاجِلِ أَمْرِيْ وَاٰجِلِه فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِيْ بِه.

জুম'আর দিনের বিশেষ ৬টি আমল

যেগুলোর উপর আমল করলে প্রতি কদমে এক বৎসরের নফল রোযা এবং এক বৎসরের নফল নামাজ পড়ার সাওয়াব হাসিল হয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ সেরে গোসল করা।

১. তাড়াতাড়ি মসজিদে যাওয়া।
২. মসজিদে পায়ে হেঁটে যাওয়া।
৩. ইমামের কাছাকাছি বসার চেষ্টা করা।
৪. অহেতুক কথা-বার্তা কিংবা অন্য কিছু না করা।
৫. আত্তাহিয়্যাতুর সুরতে বসে মনোযোগ সহকারে খুৎবা শোনা।

জুম'আর দিনের আরো কয়েকটি আমল

১. সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করা।
২. বেশি বেশি দুরূদ শরীফ পড়া।
৩. শুক্রবার বাদ আসর নামাজের জায়গায় বসে আশি বার এই দুরূদ শরীফ পড়া।

এই দুরূদ শরীফের ফযীলত :

হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি জুম'আর দিন আসরের নামাজের পর ঐ জায়গায় বসা অবস্থায় ৮০বার এই দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার ৮০ বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে এবং ৮০ বছর নফল ইবাদাতের সাওয়াব তার আমল নামায় লেখা হবে।

জুম'আর নামাজের ফযীলত

১. কুরবানী করার সমান সাওয়াব অর্জিত হয়।
২. মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে ফেরেশতারা অগ্রগামীদের নাম তালিকাভুক্ত করেন।

৩. দশ দিনের গুনাহ মাফ হয়।
৪. জুম'আর আদব রক্ষাকারীর দশ দিনের গুনাহ মুছে যায়।
৫. প্রতি কদমে কদমে এক বছরের নফল রোজার সাওয়াব অর্জিত হয়।
৬. দুই জুম'আর মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহের কাফফারা হয়।

ঈদের নামাজ

ঈদ অর্থ খুশী। পবিত্র রমযান মাসের সিয়াম (রোযা) সাধনার পর শাওয়ালের চাঁদের প্রথম তারিখে যে 'ঈদ' হয়, তাকে ঈদুল ফিতর বলে। (অর্থাৎ রোযার ঈদ) এবং জিলহজ্ব চাঁদের ১০ তারিখে এক ঈদ। ইহাকে ঈদুল আযহা বলে। (অর্থাৎ কুরবানীর ঈদ)
জুমু'আর নামাজের মত উভয় ঈদের নামাজে দুইটি করে খোৎবা পড়তে হয়। (পার্থক্য শুধু এই যে, জুমু'আর নামাজের খোৎবা নামাজ আদায়ের পূর্বে এবং উহা ফরয। আর ঈদের নামাজের খোৎবা নামাজ আদায়ের পর এবং উহা সুন্নাত। অবশ্য উভয় নামাজের খোৎবাই শ্রবণ করা ওয়াজিব।

ঈদুল ফিতরের নামাজের নিয়ত

আমি ঈদুল ফিতরের দুই রাকাত ওয়াজিব নামাজ ছয় তাকবীরের সহিত (মুক্তাদী হলে) এই ইমামের পিছনে আদায় করছি।

ঈদুল আযহার নামাজের নিয়ত

আমি ঈদুল আযহার দুই রাকাত ওয়াজিব নামাজ ছয় তাকবীরের সহিত (মুক্তাদী হলে) এই ইমামের পিছনে আদায় করছি।

ঈদের নামাজের নিয়ম

প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরীমার পর ছানা পাঠ করতঃ তিন তাকবীর বলতে হয়। প্রথম তাকবীরের সময় উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে আল্লাহু আকবার বলে হাত ছেড়ে দিবে। দ্বিতীয় তাকবীরের সময়ও অনুরূপ করবে। তৃতীয় তাকবীরের সময় হাত উঠিয়ে আল্লাহু আকবার বলে হাত বেঁধে নিবে।

প্রথম রাকাতের যাবতীয় কার্যাদি শেষ করে দ্বিতীয় রাকাতে দাড়িয়ে কেরাত শেষ করার পর রুকুর পূর্বে তিন তাকবীর বলবে। এসময় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তাকবীরে উভয় হাত উঠিয়ে ছেড়ে দিবে। অতঃপর আল্লাহু আকবার বলে রুকুতে চলে যাবে। দ্বিতীয় রাকাত শেষ হওয়ার পর (সালাম ফেরানোর পর) ইমাম সাহেব মিম্বরে উঠে খোৎবা পাঠ করবেন। খোৎবা শোনা ওয়াজিব। খোৎবা শেষ হলে ঈদগাহ হতে বিদায় নিবে। খোৎবা পড়াকালীন সময়ে কথা বলা, হাটা চলা বা ঘোরাফেরা করা জায়েয নাই। (কোন ঈদেরই আযান বা ইকামত নাই)

বি. দ্র. ঈদুল আযহার সময় উঁচু আওয়াজে তাকবীরে তাশরীক বলতে বলতে ঈদগাহে যাবে। কিন্তু ঈদুল ফিতরের সময় তাকবীরে তাশরীক মনে মনে পড়তে হবে। এটা সুন্নাত।

তাকবীরে তাশরীক

اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

কুরবানীর দোয়া

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ بِسْمِ اللهِ اللهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّيْ كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ حَبِيْبِكَ مُحَمَّدٍ وَّخَلِيْلِكَ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِمَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ.

ছুরি হাতে নিয়ে (জবাই করার অস্ত্র) উপরোক্ত দোয়াটির ‘মিনাল মুসলিমীন’ পর্যন্ত পাঠ করতঃ যাদের পক্ষ হতে কুরবানী করা হচ্ছে তাদের নাম স্মরণ করে বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলতে বলতে যবাই করবে (ছুরি চালাবে)। জবাই শেষ করে সাথে সাথে আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল থেকে দোয়া শেষ পর্যন্ত পড়বে।

আকীকার দোয়া

اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ عَقِيْقَةُ ابْنِيْ دَمُهَا بِدَمِهٖ وَلَحْمُهَا بِلَحْمِهٖ وَعَظْمُهَا بِعَظْمِهٖ وَجِلْدُهَا بِجِلْدِهٖ وَشَعْرُهَا بِشَعْرِهٖ. اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ بِسْمِ اللهِ اللهُ اَكْبَر.

আকীকা

ছেলেদের জন্য দু'টি ছাগল জাতীয় প্রাণী, অথবা (গরু, মহিষের) সাত ভাগের দুই ভাগ। আর মেয়ের ক্ষেত্রে একটি ছাগল জাতীয় প্রাণী কিংবা গরু, মহিষের এক ভাগ আল্লাহর নামে যবাই করতে হবে। আকীকা করা সুন্নাত। আকীকা ও কুরবানীর গোশত সবাই খেতে পারবে।

জানাযার নামাজ

জানাযার নামাজ ফরযে কিফায়া। আদায় না করলে গ্রামের সবাই গুনাহগার হবে। অবশ্য কিছু সংখ্যক লোক নামাজ আদায় করলেও ফরয আদায় হয়ে যাবে। তাতে অনুপস্থিত গ্রামবাসী আর গুনাহগার হবে না।

জানাযার নামাজের ফজিলত

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ. (متفق عليه)

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি কোন জানাযায় হাজির হয়ে জানাযার নামাজ পড়ল তার জন্য রয়েছে এক কিরাত সাওয়াব। আর যে ব্যক্তি দাফন পর্যন্ত উপস্থিত থাকল তার জন্য রয়েছে দুই কিরাত সাওয়াব। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে কিরাত কী? তিনি উত্তরে বললেন, দুটি বড় বড় পাহাড় (পরিমান সাওয়াব)। বুখারী ও মুসলিম।

জানাযার নামাজে দুইটি কাজ ফরয

১. চারবার আল্লাহু আকবার বলা।
২. দাঁড়াইয়া জানাযার নামাজ পড়া।

জানাযার নামাজে তিনটি কাজ সুন্নাত

১. প্রথম তাকবীরের পর ছানা পড়া।
২. দ্বিতীয় তাকবীরের পর দুরূদ শরীফ পড়া।
৩. তৃতীয় তাকবীরের পর মাইয়্যেতের জন্য দোয়া করা।

জানাযার নামাজ আদায় করার নিয়ম

মাইয়েতকে সামনে রেখে ইমাম তার সীনা (বক্ষ) বরাবর দাঁড়াবে এবং সবাই এভাবে নিয়ত করবে– আমি আল্লাহর জন্য এই মাইয়্যেতের দোয়ার উদ্দেশ্যে জানাযার ফরযে কিফায়া নামাজ আদায় করছি। তারপর আল্লাহু আকবার বলে নামাজের ন্যায় হাত বাঁধবে। অতঃপর ছানা পড়বে।

ছানা

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَائُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ

তারপর পুনরায় আল্লাহু আকবার বলে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে। (নামাজের দুরূদ শরীফ)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ ـ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ ـ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ ـ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ ـ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

অতঃপর পুনরায় তৃতীয় তাকবীর বলে এই দোয়া পড়বে।

প্রাপ্ত বয়স্ক নারী/পুরুষের জানাযার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ.

অতঃপর চতুর্থ তাকবীর বলে আস সালামু আলাইকুম বলে নামাজ শেষ করবে।

মাইয়্যেত নাবালেগ ছেলে হলে এই দোয়া পড়বে। (তৃতীয় তাকবীরের পর দোয়ার স্থলে)

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا.

আর যদি মাইয়্যেত নাবালিগা মেয়ে হয়, তখন এই দোয়া পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً.

বি. দ্র. জানাযার নামাজে প্রথম তাকবীর ব্যতীত আর কোন তাকবীরে হাত উঠাবে না।

মাইয়্যেতের দাফন

জানাযার নামাজ শেষ করার পর মাইয়্যেতকে যথাসম্ভব দ্রুত দাফনের ব্যবস্থা করবে, দাফন করা ফরজে কিফায়া।

দাফনের নিয়ম

কবরের পশ্চিমে খাট রেখে কবরের ভিতর প্রয়োজনমত ২/৩জন নেমে পশ্চিমমূখী হয়ে মাইয়্যেতকে হাতে করে কবরে রাখবে এবং কবরে নামানোর সময় মাইয়্যেতকে পশ্চিমমূখী করে ডান পার্শ্বের উপর শোয়াবে। ইহা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। মাইয়্যেতকে যারা কবরে রাখবে, তারা রাখার সময় নিম্নের দোয়াটি পড়বে।

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ

যে পরিমাণ মাটি কবর হতে উঠানো হয়েছে, তাই কবরে ঢালবে। অতিরিক্ত মাটি ঢালবে না এবং কবরকে অর্ধহাতের বা এক বিঘতের বেশী উঁচু করবে না। কবরকে পাকা করা, তাহার উপর ঘর তৈরী করা, কিংবা কবরের উপর পর্দা বা মশারী টাঙ্গানো বা বাতি জ্বালানো নাজায়েয। তবে

হেফাজত ও নিশানার জন্য পাথর খণ্ড ইত্যাদিতে কিছু লেখা ও চারদিকে বেষ্টনি দেওয়া জায়েয আছে।

দ্বিতীয় পর্ব

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের তাসবীহসমূহের অর্থ

কালিমা তায়্যিবাহ

لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ

অর্থ : আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার রাসূল।

অর্থ	শব্দ
নাই	لَآ
ইলাহ/মাবুদ/উপাস্য	اِلٰهَ
ব্যতীত	اِلَّا
আল্লাহ	اللهُ

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)	مُحَمَّدٌ
রাসূল	رَّسُوْلُ
আল্লাহ	اللهِ

কালিমা শাহাদাত

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰـهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নাই। এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

* اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰـهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নাই।

অর্থ	শব্দ
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি	اَشْهَدُ
যে	اَنْ
নাই	لَّآ
ইলাহ/মাবুদ/উপাস্য	اِلٰهَ
ব্যতীত	اِلَّا
আল্লাহ	اللهُ
তিনি একক	وَحْدَهٗ
নাই	لَا

শরীক/অংশীদার	شَرِيْكَ
তাঁর	لَهٗ

*وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

অর্থ : এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

অর্থ	শব্দ
এবং	وَ
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি	اَشْهَدُ
নিশ্চয়ই	اَنَّ
মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)	مُحَمَّدًا
তাঁর বান্দা	عَبْدُهٗ
এবং	وَ
তার রাসূল	رَسُوْلُهٗ

ঈমানে মুজমাল

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَائِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ

অর্থ : আল্লাহু তাআলার উপর তাঁর সকল নাম ও গুণাবলীসহ ঈমান আনলাম এবং তাঁর আদেশাবলী ও নিষেধসমূহ মেনে নিলাম।

অর্থ	শব্দ
আমি ঈমান আনলাম	اٰمَنْتُ
আল্লাহু তাআলার উপর	بِاللّٰهِ
যেমন তাঁর	كَمَا هُوَ

সকল নাম	بِاَسْمَائِهٖ
ও	وَ
গুণাবলীসহ	صِفَاتِهٖ
ও	وَ
মেনে নিলাম	قَبِلْتُ
সকল	جَمِيْعَ
তাঁর আদেশাবলী ও নিষেধসমূহ	اَحْكَامِهٖ

* **ঈমানে মুফাস্সাল :**

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ

অর্থ : আমি ঈমান আনলাম ১. আল্লাহ তাআলার উপর ২. তাঁর ফেরেশতাগণের উপর ৩. তাঁর কিতাবসমূহের উপর ৪. তাঁর রসূলগণের উপর ৫. কিয়ামত দিবসের উপর ৬. ভাল-মন্দের তাকদীরের উপর এবং ৭. মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার উপর।

অর্থ	শব্দ
আমি ঈমান আনলাম	اٰمَنْتُ
আল্লাহু তাআলার উপর	بِاللّٰهِ
তাঁর ফেরেশতাগনের উপর	وَمَلٰٓئِكَتِهٖ
তাঁর কিতাবসমূহের উপর	وَكُتُبِهٖ
তাঁর রসূলগণের উপর	وَرُسُلِهٖ
কিয়ামত দিবসের উপর	وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

তাকদীরের উপর	وَالْقَدْرِ
তাঁর ভাল	خَيْرِهٖ
ও মন্দের উপর	وَشَرِّهٖ
পক্ষ থেকে	مِنَ
আল্লাহ তাআলা	اللهِ تَعَالٰى
পুনরায় জীবিত হওয়ার	اَلْبَعْثِ
পর	بَعْدَ
মৃত্যু	الْمَوْتِ

আযান

অর্থ	শব্দ
আল্লাহ সবচেয়ে বড় (৪বার)	اللهُ أَكْبَرُ. اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ. اللهُ أَكْبَرُ
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোন মাবূদ নেই। (২বার)	أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার রাসূল। (২বার)	أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ
নামাজের জন্য এসো। (২বার)	حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ
কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য এসো। (২বার)	حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

ঘুম হতে নামাজ ভাল। (২বার) (এটি ফজরের আযানে অতিরিক্ত ২বার বলতে হয়।)	اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ
আল্লাহ সবচেয়ে বড় (২বার)	اللهُ أَكْبَرُ. اللهُ أَكْبَرُ
আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোন মাবূদ নেই।	لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ

ইকামত

ফরয নামাজ শুরু করার পূর্বে ইকামত বলতে হয়। ইকামাতের বাক্যগুলো আযানের বাক্যের মতই বলবে। কিন্তু ইকামতের বাক্যগুলো তাড়াতাড়ি বলতে হবে এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলার পর قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ দুইবার বলবে।

মসজিদে প্রবেশ করার সুন্নাত ৫টি

১. বিসমিল্লাহ বলা।

২. দুরূদ শরীফ পড়া।

৩. দোয়া পড়া। اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ উম্মুক্ত করে দিন।

* এই তিনটিকে একসাথে এভাবে পড়া যায় –

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

৪. মসজিদে প্রবেশ করার সময় প্রথমে ডান পা ঢুকানো।

৫. এ'তেকাফের নিয়ত করা। এভাবে– نَوَيْتُ سُنَّةَ الْإِعْتِكَافِ

মসজিদ থেকে বের হওয়ার সুন্নাত ৫টি

১. বিসমিল্লাহ বলা।

২. দুরূদ শরীফ পড়া।

৩. দোয়া পড়া। اَللّٰهُمَّ اِنِّیۡ اَسۡئَلُكَ مِنۡ فَضۡلِكَ

অর্থ : হে আল্লাহ! নিশ্চয় আপনার নিকট আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি।

* এই তিনটিকে একসাথে এভাবে পড়া যায় –

بِسۡمِ اللهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوۡلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیۡ اَسۡئَلُكَ مِنۡ فَضۡلِكَ

৪. বাম পা দিয়ে বের হওয়া।

৫. ডান পায়ে জুতা আগে পরিধান করা।

নিয়ত

নিয়ত আরবী শব্দ। অর্থ ইচ্ছা বা সংকল্প। নামাজের পূর্বে মনের সংকল্প করাটাই ফরজ। নিয়তের জন্য মুখে কিছু বলে উচ্চারণ করা আবশ্যক নয়। তবে মনে মনে নিয়ত করা ফরজ। অর্থাৎ একথা মনে জানা থাকা যে, আমি যোহরের নামাজ পড়ছি, না আসরের নামাজ। মুক্তাদির উপর ইমামের ইকতেদার নিয়ত করা ফরজ।

তাকবীরে তাহরীমা

اَللهُ اَكۡبَرُ

অর্থ : আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ

অর্থ	শব্দ
আল্লাহ	اَللهُ
সর্বশ্রেষ্ঠ	اَكۡبَرُ

ছানা

سُبۡحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمۡدِكَ وَتَبَارَكَ اسۡمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيۡرُكَ

অর্থ : পবিত্রতা আপনার হে আল্লাহ! প্রশংসা সমূহও আপনার। আর আপনার নামসমূহ বরকতময় এবং আপনার গৌরব অতি উচ্চে এবং আপনি ছাড়া আর কোন ইলাহ (মাবুদ) নেই।

* سُبۡحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمۡدِكَ

অর্থ : পবিত্রতা আপনার হে আল্লাহ! প্রশংসা সমূহও আপনার।

অর্থ	শব্দ
পবিত্রতা আপনার	سُبۡحَانَكَ
হে আল্লাহ!	اللّٰهُمَّ
এবং	وَ
আপনারই প্রসংশা	بِحَمۡدِكَ

* وَتَبَارَكَ اسۡمُكَ

অর্থ : আর আপনার নাম বরকতময়।

অর্থ	শব্দ
এবং	وَ
বরকতময়	تَبَارَكَ
আপনার নাম	اسۡمُكَ

* وَتَعَالٰى جَدُّكَ

অর্থ : এবং আপনার গৌরব অতি উচ্চে।

অর্থ	শব্দ
এবং	وَ

সু উচ্চ	تَعَالٰى
আপনার গৌরব	جَدُّكَ

*وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ

অর্থ : এবং আপনি ছাড়া আর কোন ইলাহ (মাবুদ) নেই।

অর্থ	শব্দ
এবং	وَ
নেই	لَا
ইলাহ/মা'বুদ/উপাস্য	اِلٰهَ
আপনি ছাড়া	غَيْرُكَ

তা'আয়ুয

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

অর্থ : বিতাড়িত শয়তান থেকে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

অর্থ	শব্দ
আমি আশ্রয় চাই	اَعُوْذُ
আল্লাহর কাছে	بِاللّٰهِ
থেকে	مِنَ
শয়তান	الشَّيْطَانِ
বিতাড়িত	الرَّجِيْمِ

তাসমিয়াহ্

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অর্থ : আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময় এবং অসীম দয়ালু।

অর্থ	শব্দ
সাথে	بِ
নাম	اِسْمِ
আল্লাহর	اللّٰهِ
পরম করুনাময়	الرَّحْمٰنِ
অসীম দয়ালু।	الرَّحِيْمِ

রুকুর তাসবীহ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

অর্থ : আমার প্রতিপালক অতিশয় পবিত্র ও মহান।

অর্থ	শব্দ
পবিত্র	سُبْحَانَ
আমার প্রতিপালক/রব	رَبِّيَ
অতিশয় মহান	الْعَظِيْمِ

রুকুর তাসমী

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

অর্থ : আল্লাহ শুনেন, যে কেউ তাঁর প্রশংসা করে।

অর্থ	শব্দ
শুনেন	سَمِعَ
আল্লাহ	اللّٰهُ
যে কেউ	لِمَنْ
প্রশংসা করে	حَمِدَ

তাঁর	هٗ

রুকুর তাহমীদ

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! সমস্ত প্রশংসা আপনার জন্য।

অর্থ	শব্দ
হে আমাদের প্রতিপালক!	رَبَّنَا
আপনার জন্য	لَكَ
সমস্ত প্রশংসা	الْحَمْدُ

সিজদার তাসবীহ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى

অর্থ : পবিত্র আমার প্রতিপালক, যিনি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন।

অর্থ	শব্দ
পবিত্র	سُبْحَانَ
আমার প্রতিপালক	رَبِّيَ
যিনি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন	الْأَعْلٰى

দুই সিজদার মধ্যবর্তী দু'আ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَاهْدِنِيْ

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, দয়া করুন, রিযিক দান করুন এবং হেদায়েত দান করুন।

অর্থ	শব্দ
হে আল্লাহ!	اَللّٰهُمَّ

আমাকে ক্ষমা করুন	اغْفِرْ لِيْ
আমাকে দয়া করুন	وَارْحَمْنِيْ
আমাকে রিযিক দান করুন	وَارْزُقْنِيْ
আমাকে হেদায়েত দান করুন	وَاهْدِنِيْ

নামাজে বৈঠক

দু'রাকাত নামাজ হলে, দু'রাকাতের পর বৈঠকে বসে আত্তাহিয়্যাতু, দুরুদে ইব্রাহীম, দু'আ মাসূরা পড়ে সালাম ফেরাতে হয়। কিন্তু তিন বা চার রাকাতের নামাজ হলে ২য় রাকাতের পর ১ম বৈঠকে শুধু আত্তাহিয়্যাতু পড়তে হয় এবং ২য় বৈঠকে (তিন রাকাত বা চার রাকাতের পর) পুনরায় আত্তাহিয়্যাতু, দুরুদে ইব্রাহীম, দু'আ মাসূরা পড়ে প্রথমে ডানদিকে ও পরে বামদিকে সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করতে হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় আশহাদু শব্দের 'আশ' বলার সাথে সাথে শাহাদাত আঙ্গুল উপরে তুলে ইশারা করার পর ইল্লাল্লাহ বলার সাথে সাথে নামিয়ে ফেলা মুস্তাহাব (সঠিকভাবে করতে পারলে সাওয়াব হবে এবং আদায় না করলে গুনাহ নাই)।

তাশাহহুদ (আত্তাহিয়্যাতু)

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ۔ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ۔ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ ۔ أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.

অর্থ : সকল সম্ভাষণ, নিবেদন ও পবিত্রতা আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোন মাবুদ নাই। এবং আমি আরও

সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসূল।

* اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ

অর্থ : সকল সম্ভাষণ, নিবেদন ও পবিত্রতা আল্লাহর জন্য।

অর্থ	শব্দ
সকল সম্ভাষণ	اَلتَّحِيَّاتُ
আল্লাহর জন্য	لِلّٰهِ
এবং	وَ
নিবেদনসমূহ	الصَّلَوَاتُ
এবং	وَ
এবং পবিত্রতা	الطَّيِّبَاتُ

* اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ

অর্থ : হে নবী! আপনার প্রতি শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।

অর্থ	শব্দ
শান্তি বর্ষিত হোক	اَلسَّلَامُ
আপনার উপর	عَلَيْكَ
হে নবী!	اَيُّهَا النَّبِيُّ
এবং	وَ
অনুগ্রহ	رَحْمَةُ
আল্লাহর	اللهِ

এবং	وَ
তাঁর বরকতসমূহ	بَرَكَاتُهٗ

* اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ

অর্থ : শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর।

অর্থ	শব্দ
শান্তি বর্ষিত হোক	اَلسَّلَامُ
আমাদের উপর	عَلَيْنَا
এবং	وَ
উপরে	عَلٰى
বান্দাদের	عِبَادِ
আল্লাহর	اللهِ
নেক/পূণ্যবানগণ	الصَّالِحِيْنَ

* أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোন মাবুদ নাই।

অর্থ	শব্দ
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি	أَشْهَدُ
যে	أَنْ
নাই	لَّآ

ইলাহ/মাবুদ/উপাস্য	إِلٰهَ
ব্যতীত	إِلَّا
আল্লাহ	اللّٰهُ

*وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

অর্থ : এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসূল।

অর্থ	শব্দ
এবং	وَ
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি	أَشْهَدُ
যে	أَنَّ
মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)	مُحَمَّدًا
তাঁর বান্দা	عَبْدُهٗ
ও	وَ
তাঁর রাসূল	رَسُوْلُهٗ

দুরূদ শরীফ (দুরুদে ইব্রাহীম)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ. كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ. إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ. كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ. إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি অনুগ্রহ (রহমত বর্ষণ) করুন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম) এর বংশধরদের উপর। যেরূপ আপনি অনুগ্রহ করেছেন, ইব্রাহিম (আ.) এর উপর এবং ইব্রাহিম (আ.) এর বংশধরদের উপর। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! আপনি বরকত নাযিল করুন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বংশধরদের উপর। যেরূপ আপনি বরকত নাযিল করেছেন, ইব্রাহিম (আ.) এর উপর এবং ইব্রাহিম (আ.) এর বংশধরদের উপর। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত।

*اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি অনুগ্রহ (রহমত বর্ষণ) করুন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বংশধরদের উপর।

অর্থ	শব্দ
হে আল্লাহ!	اَللّٰهُمَّ
অনুগ্রহ করুন	صَلِّ
উপর	عَلٰى
মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)	مُحَمَّدٍ
এবং উপর	وَّعَلٰى
বংশধর	اٰلِ
মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)	مُحَمَّدٍ

*كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ

অর্থ : যেরূপ আপনি অনুগ্রহ করেছেন, ইব্রাহিম (আ.) এর উপর এবং ইব্রাহিম (আ.) এর বংশধরদের উপর।

অর্থ	শব্দ
যেরূপ	كَمَا
আপনি অনুগ্রহ করেছেন	صَلَّيْتَ
উপর	عَلٰى
ইব্রাহিম (আ.)	إِبْرَاهِيْمَ
এবং	وَ
উপর	عَلٰى
অনুসারী/বংশধর	اٰلِ
ইব্রাহিম (আ.)	إِبْرَاهِيْمَ

* إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

অর্থ : নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত।

অর্থ	শব্দ
নিশ্চয়ই আপনি	إِنَّكَ
প্রশংসিত	حَمِيْدٌ
সম্মানিত	مَّجِيْدٌ

* اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি বরকত নাযিল করুন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর এবং তাঁর বংশধরদের উপর।

অর্থ	শব্দ
হে আল্লাহ!	اَللّٰهُمَّ

বরকত দিন/ নাযিল করুন	بَارِكْ
উপর	عَلٰى
মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)	مُحَمَّدٍ
এবং উপর	وَّعَلٰى
বংশধর	اٰلِ
মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)	مُحَمَّدٍ

* كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ

অর্থ : যেরূপ আপনি বরকত নাযিল করেছেন, ইব্রাহিম (আ.) এর উপর এবং ইব্রাহিম (আ.) এর বংশধরদের উপর।

অর্থ	শব্দ
যেরূপ	كَمَا
আপনি বরকত নাযিল করেছেন	بَارَكْتَ
উপর	عَلٰى
ইব্রাহিম (আ.)	إِبْرَاهِيْمَ
এবং	وَ
উপর	عَلٰى
অনুসারী/বংশধর	اٰلِ
ইব্রাহিম (আ.)	إِبْرَاهِيْمَ

* إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

অর্থ : নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত।

অর্থ	শব্দ
নিশ্চয়ই আপনি	إِنَّكَ
প্রশংসিত	حَمِيْدٌ
সম্মানিত	مَّجِيْدٌ

দু'আ মাছুরা

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا ـ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ ـ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি নিজের প্রতি বড়ই যুলুম করেছি। এবং আপনি ব্যতীত পাপসমূহ ক্ষমা করার আর কেউ নাই। অতএব আপনার পক্ষ থেকে আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার উপর অনুগ্রহ করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল, দয়ালু।

*اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি নিজের প্রতি বড়ই যুলুম করেছি।

অর্থ	শব্দ
হে আল্লাহ!	اَللّٰهُمَّ
নিশ্চয়ই আমি	إِنِّيْ
আমি যুলুম করেছি	ظَلَمْتُ
নিজের প্রতি	نَفْسِيْ
যুলুম	ظُلْمًا
বেশি	كَثِيْرًا

*وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ

অর্থ : এবং আপনি ব্যতীত পাপসমূহ ক্ষমা করার আর কেউ নাই।

অর্থ	শব্দ
এবং ক্ষমা করবে না	وَلَا يَغْفِرُ
গুনাহসমূহ	الذُّنُوْبَ
ব্যতীত	إِلَّا
আপনি	أَنْتَ

*فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ

অর্থ : অতএব আপনার নিজের পক্ষ থেকে আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার উপর অনুগ্রহ করুন।

অর্থ	শব্দ
সুতরাং ক্ষমা করুন	فَاغْفِرْ
আমাকে	لِيْ
ক্ষমা	مَغْفِرَةً
থেকে	مِّنْ
আপনার পক্ষ	عِنْدِكَ
এবং আমাকে অনুগ্রহ করুন	وَارْحَمْنِيْ

*إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

অর্থ : নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল, দয়ালু।

অর্থ	শব্দ
নিশ্চয়ই	إِنَّكَ

আপনি	أَنْتَ
ক্ষমাশীল	الْغَفُوْرُ
দয়ালু	الرَّحِيْمُ

দু'আ কুনুত

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ۔ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ۔ اَللّٰهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট সাহায্য চাই এবং আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। এবং আপনার উপর ঈমান আনি। এবং আপনার উপর ভরসা করি। এবং আমরা আপনার নিকট কল্যাণের প্রশংসা করি। এবং আমরা আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। আমরা আপনাকে অস্বীকার করি না। এবং আমরা আপনাকে পরিহার করি না। এবং যে আপনার অবাধ্য হয় আমরা তাকে ত্যাগ করি এবং পরিহার করি। হে আল্লাহ! আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি। এবং একমাত্র আপনার জন্য নামাজ পড়ি। এবং আমরা সিজদা করি। এবং আমরা আপনার দিকেই দ্রুত ধাবিত হই। এবং আমরা দ্রুতগামী হই/এগিয়ে আসি এবং আমরা আপনার অনুগ্রহ কামনা করি। এবং আমরা আপনার শাস্তিকে ভয় করি। নিশ্চয়ই কাফেরদের জন্য আপনার শাস্তি নির্ধারিত।

*اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ

অর্থ : হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট সাহায্য চাই এবং আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।

অর্থ	শব্দ

হে আল্লাহ!	اَللّٰهُمَّ
নিশ্চয়ই আমরা	إِنَّا
আমরা আপনার সাহায্য চাই	نَسْتَعِيْنُكَ
এবং	وَ
আমরা আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি	نَسْتَغْفِرُكَ

*وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ

অর্থ : এবং আপনার উপর ঈমান আনি এবং আপনার উপরে ভরসা করি।

অর্থ	শব্দ
এবং ঈমান আনি/বিশ্বাস করি (রাখি)	وَنُؤْمِنُ
আপনার উপর	بِكَ
এবং আমরা ভরসা করি	وَنَتَوَكَّلُ
আপনার উপরে	عَلَيْكَ

*وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ

অর্থ : এবং আমরা আপনার নিকট কল্যাণের প্রশংসা করি।

অর্থ	শব্দ
এবং আমরা প্রশংসা করি	وَنُثْنِيْ
আপনার দিকেই ন্যস্ত করি	عَلَيْكَ
সকল কল্যাণ	الْخَيْرَ

*وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ

অর্থ : এবং আমরা আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাই এবং আমরা আপনাকে অস্বীকার করি না।

অর্থ	শব্দ
এবং আমরা আপনার কৃতজ্ঞতা জানাই	وَنَشْكُرُكَ
এবং আমরা আপনাকে অস্বীকার করি না	وَلَا نَكْفُرُكَ

*وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ

অর্থ : এবং যে আপনার অবাধ্য হয় আমরা তাকে ত্যাগ করি এবং পরিহার করি।

অর্থ	শব্দ
এবং আমরা পরিহার করি	وَنَخْلَعُ
এবং আমরা পরিত্যাগ করি	وَنَتْرُكُ
যে	مَنْ
আপনার নাফরমানি করে/অবাধ্য হয়	يَفْجُرُكَ

*اَللّٰهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ

অর্থ : হে আল্লাহ! আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি।

অর্থ	শব্দ
হে আল্লাহ!	اَللّٰهُمَّ
একমাত্র আপনারই	إِيَّاكَ
আমরা ইবাদত করি	نَعْبُدُ

*وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ

অর্থ : এবং একমাত্র আপনার জন্য নামাজ পড়ি এবং আমরা সিজদা করি।

অর্থ	শব্দ
এবং	
এবং আপনার জন্য	وَلَكَ
আমরা নামাজ পড়ি	نُصَلِّيْ
এবং আমরা সিজদা করি	وَنَسْجُدُ

*وَإِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ

অর্থ : এবং আমরা আপনার দিকেই দ্রুত ধাবিত হই।

অর্থ	শব্দ
এবং আপনার দিকে	وَإِلَيْكَ
আমরা দ্রুত ধাবিত হই	نَسْعٰى
আমরা দ্রুতগামী হই/এগিয়ে আসি	وَنَحْفِدُ

*وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ

অর্থ : এবং আমরা আপনার অনুগ্রহ কামনা করি।

অর্থ	শব্দ
এবং আমরা কামনা করি	وَنَرْجُوْ
আপনার দয়ার	رَحْمَتَكَ
এবং আমরা ভয় করি	وَنَخْشٰى
আপনার শাস্তিকে	عَذَابَكَ

*إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ

অর্থ : নিশ্চয়ই কাফেরদের জন্য আপনার শাস্তি নির্ধারিত।

অর্থ	শব্দ
নিশ্চয়ই	إِنَّ
আপনার শাস্তি	عَذَابَكَ
কাফেরদের জন্য	بِالْكُفَّارِ
নির্ধারিত	مُلْحِقٌ

তৃতীয় পর্ব

নামাজে প্রয়োজনীয় সূরাসমূহের ফযিলত ও অর্থ

কুরআন তিলাওয়াতের বিশেষ দুইটি আদব

১. তিলাওয়াতকারী দিলে দিলে এই খেয়াল করবে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, শুনাও; তুমি কেমন পড়তে পার আমি শুনি।

২. শ্রোতাগণ দিলে দিলে এই খেয়াল করবে যে, এখানে আল্লাহ তা'আলার কালাম তিলাওয়াত করা হচ্ছে; তাই খুব আজমত ও মুহাব্বতের সাথে শুনি।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের বিশেষ তিনটি ফায়দা

১. দিলের ময়লা পরিস্কার হয়।

২. আল্লাহ তা'আলার মুহাব্বত বাড়ে।

৩. প্রতি হরফে ১০টি করে নেকি পাওয়া যায়। যদি কেউ বলে না বুঝে কুরআন পড়লে কোন ফায়দা নেই, সে জাহেল বা বে-দ্বীন।

সূরা ফাতিহা

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত-৭

সূরা ফাতিহার মূল বক্তব্য : ফাতিহা অর্থ প্রারম্ভ। মক্কা নগরীতে সর্ব প্রথম পরিপূর্ণরূপে এ সূরা নাযিল হয়। মহান আল্লাহ তায়ালার সকলগুনাবলী এ সূরাতে তুলে ধরা হয়েছে।

প্রখ্যাত তাফসীর কারক আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. সূরা ফাতিহার ২৫টি নাম উল্লেখ করেন। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে উম্মুল কুরআন তথা সূরা ফাতিহা পবিত্র কুরআনের 'মা'।

হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাব মিশকাত শরীফের ৭৬৬ নং হাদীসে বর্ণিত আছে, বান্দা যখন নামাজে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ পাঠ করে তখন আল্লাহ তায়ালা

প্রতি উত্তরে বলেন, حَمِدَنِيْ عَبْدِيْ، حَمِدَنِيْ عَبْدِيْ আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে।

এভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বান্দার প্রতিটি আয়াতে আয়াতে জবাব দেন।

তাইতো নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সূরা ফাতিহা আল্লাহ তায়ালা ও বান্দার মাঝে মহব্বত বৃদ্ধির যোগসূত্র।

সুতরাং আমাদের উচিৎ এ সূরার প্রতিটি আয়াত অর্থের দিকে লক্ষ্য করে থেমে থেমে পড়া।

অপর হাদীসে আছে−

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যার হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার কসম, এ সূরার মত (মর্যাদা সম্পন্ন) কোন সূরা তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবুর এমনকি কুরআনেও নাযিল হয়নি। আর এটি বার বার পঠিত সূরা, সাতটি আয়াত সম্বলিত সূরা এবং মহা কুরআন, যা আমাকে দেয়া হয়েছে। (তিরমিযী শরফ, হাদীস নং : ২৮১১)

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সূরা ফাতিহায় (শারীরিক ও মানসিক) সকল রোগের আরোগ্য রয়েছে। (মেশকাত শরীফ, হাদীস নং : ২০৬৬)

সূরা ফাতিহা

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত-৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (١) الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (٢) مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ (٣) اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ (٤) اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (٥) صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ * غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ (٧)

* اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (١)

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি সমস্ত পৃথিবীর পালনকর্তা।

অর্থ	শব্দ
সমস্ত প্রশংসা	اَلْحَمْدُ
আল্লাহ তায়ালার জন্য	لِلّٰهِ
(যিনি) পালনকর্তা	رَبِّ
সমস্ত পৃথিবীর	الْعٰلَمِيْنَ

* الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (٢)

অর্থ : পরম করুনাময়, অসীম দয়ালু।

অর্থ	শব্দ
পরম করুনাময়	الرَّحْمٰنِ
অসীম দয়ালু	الرَّحِيْمِ

* مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ (٣)

অর্থ : বিচার দিবসের মালিক।

অর্থ	শব্দ
মালিক	مٰلِكِ
দিবস	يَوْمِ
বিচার	الدِّيْنِ

* اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ (٤)

অর্থ : আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।

অর্থ	শব্দ
একমাত্র তোমারই	اِيَّاكَ
আমরা ইবাদত করি	نَعْبُدُ

অর্থ	শব্দ
এবং একমাত্র তোমারই কাছে	وَاِيَّاكَ
সাহায্য প্রার্থনা করি	نَسْتَعِيْنُ

* اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (٥)

অর্থ : আমাদেরকে সঠিক রাস্তা দেখাও।

অর্থ	শব্দ
আমাদেরকে দেখাও	اِهْدِنَا
রাস্তা/পথ	الصِّرَاطَ
সঠিক	الْمُسْتَقِيْمَ

* صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

অর্থ : তাদের পথ যাদের উপর তুমি নিয়ামত দান করেছ।

অর্থ	শব্দ
(এমন) পথ	صِرَاطَ
তাদের	الَّذِيْنَ
তুমি নিয়ামত দান করেছ	اَنْعَمْتَ
যাদের উপর	عَلَيْهِمْ

* غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

অর্থ : তাদের পথে নয় যাদের উপর তোমার গযব নাযিল হয়েছে এবং তাদের পথেও নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

অর্থ	শব্দ
নয় (তাদের পথ)	غَيْرِ
গযব নাযিল হয়েছে	الْمَغْضُوْبِ
যাদের উপর	عَلَيْهِمْ

এবং না	وَلَا
যারা পথভ্রষ্ট	الضَّآلِّيْنَ

সূরা ফীল
মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত-৫

সূরা ফীলের মূল বক্তব্য : নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের ৫০ দিন পূর্বে ইয়ামানের খ্রিস্টান বাদশাহ আবরাহা আল্লাহ তায়ালার পবিত্র ঘর কাবা শরীফকে ভাঙ্গার জন্য ৬০ হাজার বাহিনীর এক বিশাল দল নিয়ে মক্কায় আক্রমন করার জন্য আসলে কাবার মুতাওয়াল্লি আব্দুল মুত্তালিব এ ঘোষণা দিয়ে প্রতিরোধ থেকে দূরে রইল যে, আল্লাহর ঘর আল্লাহই রক্ষা করবেন।
বাদশাহ আবরাহার বাহিনী মক্কা ও মুযদালিফার মাঝ পথে আসলে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে পা ও ঠোঁটে আগুনে পোড়ানো পাথর বহনকারী পাখির নিক্ষেপ দ্বারা মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস করে সারা দুনিয়ার মানুষকে জানিয়ে দেন যারাই আল্লাহ তায়ালার সাথে শত্রুতা পোষণ করে তাদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য। এ প্রেক্ষিতেই এ সূরা নাযিল হয়।

সূরা ফীল
মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত-৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ(١) اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ(٢) وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ(٣) تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ (٤) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ(٥)

*اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ(١)

অর্থ : আপনি কি দেখেন নি, আপনার প্রতিপালক হস্তী ওয়ালাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন?

অর্থ	শব্দ
আপনি কি দেখন নি	اَلَمْ تَرَ
কেমন/কিরূপ	كَيْفَ
করেছেন	فَعَلَ
আপনার প্রতিপালক	رَبُّكَ
ওলাদের সাথে	بِاَصْحٰبِ
হাতি	الْفِيْلِ

*اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ(٢)

অর্থ : তিনি কি তাদের কৌশলকে নিষ্ফলতায় (ব্যর্থতায়) পর্যবসিত করে দেন নি?

অর্থ	শব্দ
তিনি কি পর্যবসিত করে দেন নি	اَلَمْ يَجْعَلْ
কৌশল	كَيْدَ
তাদের	هُمْ
মধ্যে	فِيْ
নিষ্ফলতা	تَضْلِيْلٍ

*وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ(٣)

অর্থ : তিনি তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করেছেন।

অর্থ	শব্দ
এবং	وَ
প্রেরণ করেছেন	اَرْسَلَ
তাদের উপর	عَلَيْهِمْ

পাখি	طَيْرًا
ঝাঁকে ঝাঁকে	اَبَابِيْلَ

*تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ (٤)

অর্থ : যারা তাদের উপর পাকা মাটির পাথরসমূহ নিক্ষেপ করেছিল।

অর্থ	শব্দ
তাদের উপর নিক্ষেপ করে	تَرْمِيْهِمْ
পাথরসমূহ	بِحِجَارَةٍ
এর/হতে	مِّنْ
পাকা মাটি	سِجِّيْلٍ

* فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلٍ(٥)

অর্থ : অতঃপর তিনি তাদের ভক্ষিত (ভূষি যেমন) করে দেন।

অর্থ	শব্দ
অতঃপর করেছেন তাদেরকে	فَجَعَلَهُمْ
ভূষি যেমন	كَعَصْفٍ
ভক্ষণকৃত	مَّأْكُوْلٍ

সূরা কুরাইশ
মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত-৪

সূরা কুরাইশের মূল বক্তব্য : মক্কার কুরাইশরা সর্ব মহলে গর্ববোধ করে বেড়াত যে, কাবা শরীফের খেদমতের কারণে আজ আমরা ব্যবসা বানিজ্য করে পয়সাওয়ালা হয়েছি। আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি তাদেরকে বলে দিন, কা'বার খেদমত করার কারণে তোমরা ধন্য হয়েছ। এটা তোমাদের বাহাদুরি নয়। এ হচ্ছে মহান আল্লাহর বিশেষ মেহেরবানী। সুতরাং তোমাদের উচিৎ তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত

করবে। তিনিই তোমাদের অভাব অনটন দূর করেন। তোমাদেরকে স্বাবলম্বী বানিয়েছেন এবং নিরাপত্তার সুব্যবস্থা করেছেন।

সূরা কুরাইশ
মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত-৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ (١) اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ (٢) فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ (٣)

الَّذِيْۤ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ (٤)

* لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ (١)

অর্থ : যেহেতু কুরাইশদের অভ্যস্ত আছে

অর্থ	শব্দ
যেহেতু অভ্যস্ত আছে	لِاِيْلٰفِ
কুরাইশদের	قُرَيْشٍ

* اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ (٢)

অর্থ : অভ্যস্ত আছে তাদের শীত ও গ্রীষ্ম সফরের

অর্থ	শব্দ
অভ্যস্ত আছে তাদের	اٖلٰفِهِمْ
সফরের	رِحْلَةَ
শীত	الشِّتَآءِ
ও গ্রীষ্ম	وَالصَّيْفِ

* فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ (٣)

অর্থ : অতএব তারা ইবাদত করুক এ গৃহের রবের।

অর্থ	শব্দ

অতএব তারা ইবাদত করুক	فَلْيَعْبُدُوْا
রবের	رَبَّ
এই	هٰذَا
গৃহের	الْبَيْتِ

* الَّذِىْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ(٤)

অর্থ : যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার্য দেন ও ভয় হতে নিরাপদ রাখেন।

অর্থ	শব্দ
যিনি	الَّذِىْٓ
তাদের আহার্য দিয়েছেন	اَطْعَمَهُمْ
ক্ষুধা হতে	مِّنْ جُوْعٍ
এবং তাদের নিরাপদ করেছেন	وَّاٰمَنَهُمْ
ভয় হতে	مِّنْ خَوْفٍ

সূরা মাউন

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত ৭

সূরা মাউনের মূল বক্তব্য : আখেরাতের প্রতি ঈমান না আনলে মানুষের চরিত্র কি ধরণের হয় তার বিশ্লেষণ স্বরুপ মহান আল্লাহ তায়ালা এ সূরা নাযিল করেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, আখেরাতের প্রতি অবিশ্বাসকারীরা এতিমকে ধাক্কা দেয় এবং মিসকীনকে খাবার দিতে উৎসাহিত করে না। আর তারা সর্বদা নামাজের ব্যাপারে গাফেল থাকে এবং শুধু লোক দেখানো নামাজ আদায় করে। আর প্রয়োজনীয় জিনিস কাউকে দিতে রাজি হয় না। তাদের মন সর্বদা সংকীর্ণ থাকে। আখেরাতে তাদের ভয়ানক শাস্তি ও ধ্বংসের বার্তা এ সূরাতে আলোচনা করা হয়েছে।

সূরা মাউন

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত-৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ(١) فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ(٢) وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ(٣) فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ(٤) الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ(٥) الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ(٦) وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ(٧)

* اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ(١)

অর্থ : আপনি দেখেছেন কি তাকে, যে বিচার দিনকে অবিশ্বাস করে?

অর্থ	শব্দ
আপনি দেখেছেন কি	اَرَءَيْتَ
(তাকে) যে	الَّذِىْ
অবিশ্বাস করে	يُكَذِّبُ
বিচার দিনকে	بِالدِّيْنِ

* فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ(٢)

অর্থ : সে ঐ ব্যক্তি যে, এতীমকে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়।

অর্থ	শব্দ
সে ঐ ব্যক্তি	فَذٰلِكَ
যে	الَّذِىْ
ধাক্কা দেয়	يَدُعُّ
এতীমকে	الْيَتِيْمَ

* وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ(٣)

অর্থ : এবং মিসকীনকে খাদ্য দিতে উৎসাহিত করে না।

অর্থ	শব্দ
এবং	وَ
উৎসাহিত করে না	يَحُضُّ
ব্যাপারে	عَلٰى
খাদ্য দানের	طَعَامِ
মিসকীনকে	الْمِسْكِيْنِ

* فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ(٤)

অর্থ : অতএব দুর্ভোগ (ধ্বংস) সে সব নামাজীর,

অর্থ	শব্দ
অতএব ধ্বংস	فَوَيْلٌ
(ঐসব) নামাজীদের জন্য	لِّلْمُصَلِّيْنَ

* الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ(٥)

অর্থ : যারা তাদের নামাজ সম্পর্কে উদাসীন (অমনোযোগী)।

অর্থ	শব্দ
যারা	الَّذِيْنَ
তারা	هُمْ
হতে	عَنْ
তাদের নামাজ	صَلَاتِهِمْ
উদাসীন/অমনোযোগী	سَاهُوْنَ

* الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ(٦)

অর্থ : যারা লোক দেখানোর জন্য উহা করে,

অর্থ	শব্দ
যাদের	الَّذِيْنَ
তারা	هُمْ
লোক দেখানো	يُرَآءُوْنَ

* وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ(٧)

অর্থ : এবং নিত্য ব্যবহার্য বস্তু অন্যদেরকে দেওয়া থেকে বিরত থাকে।

অর্থ	শব্দ
এবং দেওয়া থেকে বিরত থাকে	وَيَمْنَعُوْنَ
সাধারণ প্রয়োজনীয় জিনিস	الْمَاعُوْنَ

সূরা-কাওছার-১০৮

মক্কায়তীর্ন আয়াত -৩

সূরা কাওছারের মূল বক্তব্য ঃ

কাওছার অর্থ- অধিক বিপুল সীমাহীন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পুত্র কাসিম যখন মারা যায় তখন আরবের মুশরিকরা পরস্পরে বলতে আরাম্ভ করল মুহাম্মাদ নির্বংশ, মুহাম্মাদ নির্বংশ এতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্তরে ব্যথা পান। মহান আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় হবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সান্তনা দেওয়ার জন্য এ সূরা নাযিল করে বলেন। হে নবী আমি আপনাকে কাওছার দান করেছি।

যার পানি দুধের চেয়েও সাদা এবং মেশক অপেক্ষা অধিক সুগন্ধময়। মধু অপেক্ষাও অধিক মিষ্টি। যে তা একবার পান করবে সে কখনো তৃষ্ণা অনুভব করবেনা।

অতএব আপনি আপনার রবের নামে সালাত পড়ুন এবং কুরবানী করুন, নিশ্চয় আপনার দুশমনরাই শিকড় কাটা।

সূরা কাউসার

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত-৩

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢) اِنَّ شَانِئَكَ هُوَالْاَبْتَرُ (٣)

* اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ (١)

অর্থ : নিশ্চয়ই আমি আপনাকে কাওসার দিয়েছি।

অর্থ	শব্দ
নিশ্চয়ই আমি	اِنَّآ
আপনাকে দিয়েছি	اَعْطَيْنٰكَ
কাওসার	اَلْكَوْثَرَ

* فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢)

অর্থ : অতএব আপনার রবের উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ুন ও কুরবানী করুন।

অর্থ	শব্দ
অতএব আপনি নামাজ পড়ুন	فَصَلِّ
আপনার রবের জন্য/উদ্দেশ্যে	لِرَبِّكَ
এবং	وَ
কুরবানী দিন	اِنْحَرْ

* اِنَّ شَانِئَكَ هُوَالْاَبْتَرُ (٣)

অর্থ : যে আপনার শত্রু নিশ্চয়ই সে শিকড় কাটা (নির্বংশ)।

অর্থ	শব্দ
নিশ্চয়ই	اِنَّ
আপনার শত্রু	شَانِئَكَ
সেই	هُوَ

শিকড় কাটা (নির্বংশ)	اَلْاَبْتَرُ

সূরা কাফিরূন-১০৯

মক্কায় অবতীর্ন আয়াত-৬

সূরা কাফিরূনের মূল বক্তব্যঃ

তাফসীরের বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত আছে মক্কার কাফেররা মহান আল্লাহ তায়ালার বাণী প্রচার বন্ধ করতে ব্যর্থ হওয়ার পর কতিপয় কুরাইশ নেতারা আপোষের উদ্দেশ্যে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে প্রস্তাব পেশ করে বলে, হে মুহাম্মাদ! কিছু দিন আপনি আমাদের ধর্মের ইবাদত করুন। আর আমরাও কিছু দিন আপনার ধর্মের ইবাদত করি। এত উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক মজবুত হবে।

মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের এ বাতিল প্রস্তাবের প্রতিবাদ স্বরুপ এ সূরা নাযিল করলেন। আল্লাহ বলেন, হে নবী! আপনি তাদের কে বলে দিন; তোমাদের সাথে আমার কোন আপোষ নেই, সুতরাং তোমাদের ধর্ম তোমরা পালন কর। আর আমার ধর্ম আমি পালন করি।

মূলত এ সূরায় বিশ্বের মুসলিম জাতিকে নির্ভেজাল তাওহীদের ঘোষনা দিয়ে আপোষহীন শিরিক মুক্ত ইবাদতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

সূরা কাফিরূন

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত-৬

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ (١) لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ (٢) وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ (٣) وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ (٤) وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ (٦)

* قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ (١)

অর্থ : বলুন, হে কাফিরেরা!

অর্থ	শব্দ

বলুন	قُلْ
ওহে/হে	يٰۤاَيُّهَا
কাফিরেরা (অবিশ্বাসীগণ)	الْكٰفِرُوْنَ

* لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ(٢)

অর্থ : আমি ইবাদাত করি না, তোমরা যার (যাদের) ইবাদাত কর।

অর্থ	শব্দ
না	لَآ
আমি ইবাদাত করি	اَعْبُدُ
যাদের	مَا
তোমরা ইবাদাত কর	تَعْبُدُوْنَ

* وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ(٣)

অর্থ : এবং তোমরাও ইবাদতকারী নও, যাঁর ইবাদত আমি করি।

অর্থ	শব্দ
এবং না	وَلَآ
তোমরা	اَنْتُمْ
ইবাদতকারী	عٰبِدُوْنَ
যাঁর	مَآ
আমি ইবাদত করি	اَعْبُدُ

* وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ(٤)

অর্থ : এবং আমি ইবাদতকারী নই, যাদের ইবাদত তোমরা কর।

অর্থ	শব্দ
এবং না	وَلَآ

আমি	اَنَا
ইবাদতকারী	عَابِدٌ
যার/যাদের	مَّا
তোমরা ইবাদত কর	عَبَدْتُّمْ

* وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ(٣)

অর্থ : এবং তোমরা ইবাদতকারী নও, যাঁর ইবাদত আমি করি।

অর্থ	শব্দ
এবং না	وَلَآ
তোমরা	اَنْتُمْ
ইবাদতকারী	عٰبِدُوْنَ
যাঁর	مَآ
আমি ইবাদত করি	اَعْبُدُ

* لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ(٦)

অর্থ : তোমরাদের জন্য তোমাদের দ্বীন (কর্মফল) এবং আমার জন্য আমার দ্বীন (কর্মফল)।

অর্থ	শব্দ
তোমরাদের জন্য	لَكُمْ
তোমাদের দ্বীন	دِيْنُكُمْ
এবং আমার জন্য	وَلِيَ
আমার দ্বীন	دِيْنِ

সূরা নাসর –১১০

মদীনায় অবতীর্ন আয়াত-৩

সূরা নাসরের মূল বক্তব্যঃ

নাসর অর্থ সাহায্য। অধিকাংশ মুফাস্‌সিরগণের মতে এ সূরা বিদায় হজ্জের সফরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর সর্বশেষ সূরা হিসাবে নাযিল হয়। উহা কে সূরাতুল বিদা-ও বলা হয়।

সুতরাং বিশ্বের বুকে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং আরবের মাটি হতে শিরিক ও পৌত্তলিক চিরতরে বিদায় হওয়ার পূর্বাভাস। এবং নবীয়ে রহমত হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এজগৎ হতে চিরতরে বিদায় হওয়ার বিদায়ী সংকেত।

বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হুরাইরা (রা:) বলেন এ সূরা নাযিল হওয়ার পর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতো অধিক পরিমান ইবাদত করতেন যে তার পা মোবারক ফুলে যেত।

বর্ণিত আছে, এ সূরা নাযিলের পর মাত্র ৭০ দিন বা তিন মাসের মত সময় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত ছিলেন বলে বিভিন্ন সূত্রে প্রমান পাওয়া যায়।

সূরা নাসর
মদীনায় অবতীর্ণ : আয়াত-৩

بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

اِذَا جَآءَ نَصۡرُ اللهِ وَالۡفَتۡحُ(۱) وَرَاَيۡتَ النَّاسَ يَدۡخُلُوۡنَ فِيۡ دِيۡنِ اللهِ اَفۡوَاجًا(۲) فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ وَاسۡتَغۡفِرۡهُ ۚ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا(۳)

* اِذَا جَآءَ نَصۡرُ اللهِ وَالۡفَتۡحُ(۱)

অর্থ : যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়।

অর্থ	শব্দ
যখন	اِذَا
আসবে	جَآءَ
সাহায্য	نَصۡرُ
আল্লাহ	اللهِ
ও	وَ
বিজয়	الۡفَتۡحُ

* وَرَاَيۡتَ النَّاسَ يَدۡخُلُوۡنَ فِيۡ دِيۡنِ اللهِ اَفۡوَاجًا(۲)

অর্থ : এবং আপনি (মানুষকে) আল্লাহর দ্বীনে দলে দলে প্রবেশ করতে দেখবেন,

অর্থ	শব্দ
এবং	وَ
আপনি দেখবেন	رَاَيۡتَ
মানুষ	النَّاسَ
প্রবেশ করতে	يَدۡخُلُوۡنَ
মধ্যে	فِيۡ
দ্বীন (ধর্ম)/ইসলাম	دِيۡنِ
আল্লাহ	اللهِ
দলে দলে	اَفۡوَاجًا

* فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ وَاسۡتَغۡفِرۡهُ ۚ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا(۳)

অর্থ : তখন আপনি প্রশংসা সহকারে আপনার রবের গুনকীর্তন করুন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করুন; বস্তুতপক্ষে তিনিই ক্ষমাকারী।

অর্থ	শব্দ
তখন আপনি গুনকীর্তন করুন	فَسَبِّحۡ

প্রশংসা সহকারে	بِحَمۡدِ
আপনার রবের	رَبِّكَ
এবং ক্ষমা প্রার্থনা করুন	وَاسۡتَغۡفِرۡهُ
নিশ্চয়ই তিনি	اِنَّهٗ
হন (বস্তুত)	كَانَ
অনুতাপ (তওবা) গ্রহণকারী (ক্ষমাকারী)	تَوَّابًا

সূরা লাহাব

মক্কায় অবর্তীন আয়াত - ৫ রুকু -১

সূরা লাহাবের মূল বক্তব্য: মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ ৪০ বছর বয়সে নবুওয়াত লাভের পর প্রথমে তিন বছর পর্যন্ত গোপনে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াতের অনুমতি পেয়ে দাওয়াতের জন্য সাফা পাহারের চূড়ায় উঠে বিভিন্ন গোত্রের নাম ধরে ডাকতে থাকেন। আরবের সর্বজন স্বীকৃত এ মহান ব্যক্তির আওয়াজ পেয়ে বিভিন্ন গোত্রের ব্যক্তিবর্গ একে একে পাহারের চূড়ায় এসে সমাবেত হল। তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত সকলের প্রতি লক্ষ্য করে বলতে থাকেন হে লোক সকল! আমি যদি তোমাদেরকে একথা বলি যে, এই পাহাড়ের অপর প্রান্তে একদল শত্রুবাহিনী লুকিয়ে আছে। যেকোন সময় তোমাদের উপর আক্রমণ করতে পারে। তাহলে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে? উপস্থিত জনতা সমকণ্ঠে বলে উঠল, কেন নয়? অবশ্যই বিশ্বাস করব। কারণ আমরা কখনো আপনার থেকে মিথ্যা কথা শুনতে পাইনি, আপনি কাউকে ধোকা দেননি, করো সাথে প্রতারণাও করেননি।

তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সাবধান! সাবধান!! শুনে রাখো। যদি তোমরা বহু খোদা ও প্রতিমা পূজা থেকে দূরে না থাকো, এবং এক আল্লাহর অনুগত্য স্বীকার না করো, তাহলে অচিরেই তোমাদের

উপর মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এক কঠিন আজাব নেমে আসছে। এ কথা শুনার সংঙ্গে সংঙ্গে নবীজির চাচা আবু লাহাব বলে উঠলো; তুমি ধ্বংস হও এ কারনেই কি আমাদের কে একত্রিত করছ?

কোন কোন বর্ণনায় আছে তখন আবু লাহাব একটি প্রস্থর খন্ড নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে নিক্ষেপ করেছিল।

অতএব আল্লাহ তায়ালার তার প্রতিবাদ স্বরুপ এ সূরা নাযিল করে বলেন আবু লাহাব ধ্বংস হোক তার স্ত্রী ও সমস্ত ধন সম্পদ ধ্বংস হোক।

সূরা লাহাব

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত-৫

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

تَبَّتۡ يَدَاۤ اَبِيۡ لَهَبٍ وَّتَبَّ(۱) مَاۤ اَغۡنٰى عَنۡهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ(۲) سَيَصۡلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ(۳) وَامۡرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الۡحَطَبِ(۴) فِيۡ جِيۡدِهَا حَبۡلٌ مِّنۡ مَّسَدٍ(۵)

* تَبَّتۡ يَدَاۤ اَبِيۡ لَهَبٍ وَّتَبَّ(۱)

অর্থ : ধ্বংস হোক আবু লাহাবের হস্তদ্বয় এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও।

অর্থ	শব্দ
ধ্বংস হোক	تَبَّتۡ
হস্তদ্বয়	يَدَاۤ
আবু লাহাবের	اَبِيۡ لَهَبٍ
এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক	وَّتَبَّ

* مَاۤ اَغۡنٰى عَنۡهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ(۲)

অর্থ : তার কোন উপকারে আসেনি তার ধন সম্পদ এবং যা সে উপার্জন করেছে।

অর্থ	শব্দ

উপকারে আসে না	مَآ اَغْنٰى
তার পক্ষে	عَنْهُ
তার ধনসম্পদ	مَالُهٗ
এবং যা	وَمَا
সে উপার্জন করেছে	كَسَبَ

* سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ(٣)

অর্থ : অচিরেই তাকে লেলিহান শিখা বিশিষ্ট জাহান্নামের আগুনে পোড়ানো হবে।

অর্থ	শব্দ
অচিরেই তাকে পোড়ানো হবে	سَيَصْلٰى
আগুনে	نَارًا
লেলিহান শিখা বিশিষ্ট	ذَاتَ لَهَبٍ

* وَامْرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ(٤)

অর্থ : এবং তার স্ত্রীও, যে অগ্নিকাষ্ঠ বহন করে।

অর্থ	শব্দ
এবং তার স্ত্রীও	وَامْرَاَتُهٗ
বাহন করে	حَمَّالَةَ
অগ্নিকাষ্ঠ	الْحَطَبِ

* فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ(٥)

অর্থ : তার ঘাড়ের চতুর্দিকে খেজুর পাতার আঁশের রশি বেষ্টন করে আছে।

অর্থ	শব্দ
চতুর্দিকে	فِيْ
তার ঘাড়ের	جِيْدِهَا
রজ্জু/রশি	حَبْلٌ
এর	مِّنْ
খেজুরের পাতার আঁশ	مَّسَدٍ

সূরা-ইখলাস

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ৪

সূরা ইখলাসের মূল বক্তব্যঃ

ইখলাস অর্থ বিশুদ্ধতা, নির্ভেজাল তাওহীদ শিক্ষা দেয়াই এ সূরার মূল উদ্দেশ্য। জাহিলী যুগে মানুষ মহান আল্লাহ তায়ালা সর্ম্পকে সঠিক ধারনার অভাবে অগনিত দেব-দেবী তথা মূর্তি, সূর্য, অগ্নি তুলসী ইত্যাদির পুজা শুরু করে। এমন কি আহলে কিতাবধারীরাও তা হতে রেহাই পায়নি।

বিশ্ব মানবতার কল্যাণকামী রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এসব ছেড়ে এক আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত দিতে শুরু করলে তারা অন্ধের ন্যায় বলতে শুরু করে আল্লাহ কে? তার শক্তি কেমন? কে তার জন্মদাতা?

আল্লাহ তায়ালা তাদের জবাবে এ সূরা নাযিল করে বলেন, হে নবী! আপনি বলুন আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি। এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।

সূরা ইখলাস

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত-৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ(١) اَللّٰهُ الصَّمَدُ(٢) لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ(٣) وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ(٤)

* قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ(۱)

অর্থ : আপনি বলুন, তিনি আল্লাহ এক।

অর্থ	শব্দ
বলুন	قُلْ
তিনি	هُوَ
আল্লাহ	اللّٰهُ
এক	اَحَدٌ

* اَللّٰهُ الصَّمَدُ(۲)

অর্থ : আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন।

অর্থ	শব্দ
আল্লাহ	اَللّٰهُ
অমুখাপেক্ষী	الصَّمَدُ

* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ(۳)

অর্থ : তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি।

অর্থ	শব্দ
না	لَمْ
জন্ম দেন	يَلِدْ
এবং না	وَلَمْ
কেউ তাঁকে জন্ম দেয়	يُوْلَدْ

* وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ(۴)

অর্থ : এবং তাঁর সমতুল্য কেহই নাই।

অর্থ	শব্দ
এবং না	وَلَمْ
হয়/আছে	يَكُنْ
তাঁর	لَّهٗ
সমতুল্য	كُفُوًا
কেহ/একজন	اَحَدٌ

সূরা ফালাক ও নাস : ১১৪/১৫
মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত ১১

সূরা-নাস ও ফালাকের মূল বক্তব্যঃ

এ সূরা দ্বয়ের নাম দুটি ভিন্ন ভিন্ন হলে ও মূল আলোচনা এক। সহীহ বুখারী ও মুসলীম শরীফে বর্ণিত আছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৭ম হিজরীর দিকে যখন ইহুদীদের মাঝে ব্যাপক তাওহীদের দাওয়াত দিতে শুরু করেন। তখন তারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হকের দাওয়াত থেকে দূরে রাখতে বিভিন্ন প্রকার ক্ষতি করার জন্য উঠে পড়ে লাগল। এমনকি কতিপয় ইহুদী লাবীদ ইবনে আসাম ও তার সাথীরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যাদু করে বসে। এতে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। যার ফলে তিনি কাজ করেও মনে হয়েছে তা করেনি। আর কোন কাজ না করেও খেয়াল হয়েছে তা করেছেন।

এরই এলাজ স্বরুপ মহান আল্লাহ তায়ালা আলোচ্য সূরাদ্বয় নাযিল করেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠ করতে বলেন। তিনি উক্ত সূরাদ্বয়ের ১১ টি আয়াত পাঠ করার সাথে পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেন।

অতএব আমাদের করনীয় মানুষ ও জ্বিন শয়তানের সর্ব প্রকার অনিষ্ট থেকে সর্বদা মুক্ত থাকার জন্য সকাল সন্ধ্যায় এ সূরাদ্বয় তেলাওয়াত করা।

সূরা ফালাক
মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত-৫

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ(١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ(٢) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ(٣) وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ(٤) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ(٥)

* قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ(١)

অর্থ : আপনি বলুন, আমি আশ্রয় চাই উষার স্রষ্টার।

অর্থ	শব্দ
বলুন	قُلْ
আমি আশ্রয় চাই	اَعُوْذُ
স্রষ্টার	بِرَبِّ
উষা	الْفَلَقِ

* مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ(٢)

অর্থ : তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে।

অর্থ	শব্দ
থেকে/হতে	مِنْ
অনিষ্ট	شَرِّ
যা	مَا
তিনি সৃষ্টি করেছেন	خَلَقَ

* وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ(٣)

অর্থ : এবং অন্ধকারের (রাতের) অনিষ্ট থেকে যখন উহা সমাগত হয়।

অর্থ	শব্দ
এবং থেকে	وَمِنْ
অনিষ্ট	شَرِّ
অন্ধকার (রাত)	غَاسِقٍ
যখন	اِذَا
সমাগত হয়	وَقَبَ

* وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ(٤)

অর্থ : এবং ফুৎকারকারীদের অনিষ্ট থেকে যারা গ্রন্থিতে ফুঁ দিয়ে অনিষ্ট করে।

অর্থ	শব্দ
এবং থেকে	وَمِنْ
অনিষ্ট	شَرِّ
ফুৎকারকারী	النَّفّٰثٰتِ
তে, মধ্যে	فِي
গ্রন্থি	الْعُقَدِ

* وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ(٥)

অর্থ : এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।

অর্থ	শব্দ
এবং থেকে	وَمِنْ
অনিষ্ট	شَرِّ
হিংসুক	حَاسِدٍ
যখন	اِذَا
সে হিংসা করে	حَسَدَ

সূরা নাস

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত-৬

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) مَلِكِ النَّاسِ (٢) اِلٰهِ النَّاسِ (٣) مِنۡ شَرِّ الۡوَسۡوَاسِ ۙ الۡخَنَّاسِ (٤) الَّذِىۡ يُوَسۡوِسُ فِىۡ صُدُوۡرِ النَّاسِ (٥) مِنَ الۡجِنَّةِ وَالنَّاسِ (٦)

* قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١)

অর্থ : আপনি বলুন, আমি আশ্রয় চাই, মানুষের পালনকর্তার কাছে।

অর্থ	শব্দ
আপনি বলুন	قُلۡ
আমি আশ্রয় চাই	اَعُوۡذُ
পালনকর্তার	بِرَبِّ
মানুষ	النَّاسِ

* مَلِكِ النَّاسِ (٢)

অর্থ : মানুষের মালিকের কাছে।

অর্থ	শব্দ
মালিক/অধিপতি	مَلِكِ
মানুষ	النَّاسِ

* اِلٰهِ النَّاسِ (٣)

অর্থ : মানুষের মাবুদের কাছে।

অর্থ	শব্দ
মাবুদ/উপাস্য	اِلٰهِ
মানুষ	النَّاسِ

* مِنۡ شَرِّ الۡوَسۡوَاسِ الۡخَنَّاسِ (٤)

অর্থ : কুমন্ত্রণাদানকারীর অনিষ্ট থেকে যে কুমন্ত্রণা দিয়ে আত্মগোপন করে (সরে পড়ে)।

অর্থ	শব্দ
থেকে, হতে	مِنۡ
অনিষ্ট	شَرِّ
কুমন্ত্রণাদাতা	الۡوَسۡوَاسِ
আত্মগোপনকারী	الۡخَنَّاسِ

* الَّذِىۡ يُوَسۡوِسُ فِىۡ صُدُوۡرِ النَّاسِ (٥)

অর্থ : যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে।

অর্থ	শব্দ
যে	الَّذِىۡ
কুমন্ত্রণা দেয়	يُوَسۡوِسُ
মধ্যে	فِىۡ
অন্তর	صُدُوۡرِ
মানুষ	النَّاسِ

* مِنَ الۡجِنَّةِ وَالنَّاسِ (٦)

অর্থ : জ্বিন ও মানুষের মধ্য হতে।

অর্থ	**শব্দ**
মধ্য হতে	مِنَ
জ্বিন	الۡجِنَّةِ
ও মানুষ	وَالنَّاسِ

সূরা আলাক

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত ১৯

সূরা আলাকের মূল বক্তব্য :

পবিত্র কুরআনের প্রথম ওহী সূরা আলাকের প্রথম ৫ আয়াত। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেরা গুহায় আল্লাহর ইবাদত বন্দিগীতে মগ্ন থাকা অবস্থায় হঠাৎ হযরত জিবরাঈল আ. এসে বললেন, হে মুহাম্মদ! পড়ুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি পড়তে জানি না। তখন জিবরাঈল আ. নবীজিকে ধরে এমন ভাবে চাপ দিলেন যে, তাঁর দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। তিনি এভাবে দুইবার করলেন। তৃতীয়বারের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই সূরার প্রথম ৫টি আয়াত শুনালেন।

প্রথম আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মানব জাতির বড় অস্ত্র জ্ঞানার্জনের নীতিমালা বর্ণনা করেছেন। আর দ্বিতীয় অংশে কাফির মুশরিকদের বেপরোয়া আচরণের আযাবের বর্ণনা প্রদান করেছেন এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর কাজের ব্যাপারে কাফেরদের সাথে আপোষহীনভাবে চলার নির্দেশ প্রদান করেছেন।

সূরা আলাক

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত ১৯

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ ۝١ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝٢ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۝٣
الَّذِیْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝٤ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝٥ كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰٓى ۝٦ اَنْ
رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ۝٧ اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى ۝٨ اَرَءَيْتَ الَّذِیْ يَنْهٰى ۝٩ عَبْدًا اِذَا صَلّٰى ۝١٠
اَرَءَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰٓى ۝١١ اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰى ۝١٢ اَرَءَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۝١٣ اَلَمْ

يَعْلَمْ بِاَنَّ اللهَ يَرٰى ۝١٤ كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ ۙ لَنَسْفَعًۢا بِالنَّاصِيَةِ ۝١٥ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ
خَاطِئَةٍ ۝١٦ فَلْيَدْعُ نَادِيَهٗ ۝١٧ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ۝١٨ كَلَّا ؕ لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۝١٩

* اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ ۝١

অর্থ : পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।

অর্থ	শব্দ
পড়ুন	اِقْرَاْ
নামে	بِاسْمِ
আপনার পালনকর্তার	رَبِّكَ
যিনি	الَّذِیْ
সৃষ্টি করেছেন	خَلَقَ

* خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝٢

অর্থ : সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে।

অর্থ	শব্দ
সৃষ্টি করেছেন	خَلَقَ
মানুষকে	الْاِنْسَانَ
থেকে	مِنْ
জমাট রক্ত	عَلَقٍ

* اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۝٣

অর্থ : পড়ুন, আপনার পালনকর্তা বড়ই অনুগ্রহশীল।

অর্থ	শব্দ
পড়ুন	اِقْرَاْ

এবং আপনার পালনকর্তা	وَرَبُّكَ
বড়ই অনুগ্রহশীল	الْاَكْرَمُ

*الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝٤

অর্থ : যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।

অর্থ	শব্দ
যিনি	الَّذِىْ
শিক্ষা দিয়েছেন	عَلَّمَ
কলমের ব্যবহার (কলমের সাহায্যে)	بِالْقَلَمِ

*عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝٥

অর্থ : তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানতো না।

অর্থ	শব্দ
শিক্ষা দিয়েছেন	عَلَّمَ
মানুষকে	الْاِنْسَانَ
যা	مَا
সে জানতো না	لَمْ يَعْلَمْ

*كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰىٓ ۝٦

অর্থ : কখনো না, অবশ্যই মানুষতো সীমা লংঘন করেই থাকে।

অর্থ	শব্দ
কখনো না	كَلَّآ
বস্তুত/অবশ্যই	اِنَّ
মানুষ	الْاِنْسَانَ
সীমালংঘন করেই থাকে	لَيَطْغٰىٓ

*اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ۝٧

অর্থ : কারণ সে নিজেকে অভাবমুক্ত (অমুখাপেক্ষী) মনে করে।

অর্থ	শব্দ
কারণ	اَنْ
সে নিজেকে মনে করে	رَّاٰهُ
অভাবমুক্ত	اسْتَغْنٰى

*اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى ۝٨

অর্থ : নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার দিকেই প্রত্যাবর্তন হবে।

অর্থ	শব্দ
নিশ্চয়	اِنَّ
নিকট/দিকে	اِلٰى
আপনার পালনকর্তা	رَبِّكَ
প্রত্যাবর্তন	الرُّجْعٰى

*اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يَنْهٰى ۝٩

অর্থ : আপনি কি তাকে দেখেছেন যে নিষেধ করে

অর্থ	শব্দ
আপনি কি দেখেন	اَرَءَيْتَ
তাকে যে	الَّذِىْ
নিষেধ করে	يَنْهٰى

*عَبْدًا اِذَا صَلّٰى ۝١٠

অর্থ : এক বান্দাকে যখন সে সালাত আদায় করে (নামাজ পড়ে)

অর্থ	শব্দ

এক বান্দা	عَبۡدًا
যখন	اِذَا
সালাত আদায় করে	صَلّٰى

* اَرَءَيۡتَ اِنۡ كَانَ عَلَى الۡهُدٰٓى ﴿١١﴾

অর্থ : আপনি কি দেখেছেন যদি সে সৎপথে থাকে

অর্থ	শব্দ
আপনি কি দেখেছেন	اَرَءَيۡتَ
যদি	اِنۡ
সে হয়	كَانَ
উপর	عَلَى
সৎপথ	الۡهُدٰٓى

* اَوۡ اَمَرَ بِالتَّقۡوٰى ﴿١٢﴾

অর্থ : অথবা জোরালোভাবে খোদাভীতির নির্দেশ দেয়।

অর্থ	শব্দ
অথবা	اَوۡ
জোরালো নির্দেশ দেয়	اَمَرَ
তাকওয়ার (খোদাভীতির)	بِالتَّقۡوٰى

* اَرَءَيۡتَ اِنۡ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ﴿١٣﴾

অর্থ : আপনি কি দেখেছেন, যদি সে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়।

অর্থ	শব্দ
আপনি কি দেখেছেন	اَرَءَيۡتَ

যদি	اِنۡ
সে অস্বীকার করে	كَذَّبَ
এবং	وَ
মুখ ফিরিয়ে নেয়	تَوَلّٰى

* اَلَمۡ يَعۡلَمۡ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ﴿١٤﴾

অর্থ : সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখছেন?

অর্থ	শব্দ
নাকি সে জানে না	اَلَمۡ يَعۡلَمۡ
যে	بِاَنَّ
আল্লাহ	اللّٰهَ
দেখছেন	يَرٰى

* كَلَّا لَئِنۡ لَّمۡ يَنۡتَهِ لَنَسۡفَعًۢا بِالنَّاصِيَةِ ﴿١٥﴾

অর্থ : কখনো নয়, যদি সে বিরত না হয়, তবে আমি অবশ্যই তাকে তার মাথার সম্মুখ ভাগের কেশগুচ্ছ ধরে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাব।

অর্থ	শব্দ
কখনো নয় (সাবধান)	كَلَّا
যদি	لَئِنۡ
সে বিরত থাকে না	لَّمۡ يَنۡتَهِ
অবশ্যই আমি তাকে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাব	لَنَسۡفَعًۢا
মাথার সম্মুখ ভাগের কেশগুচ্ছ ধরে	بِالنَّاصِيَةِ

* نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿١٦﴾

অর্থ : মিথ্যাবাদী পাপীর কেশগুচ্ছ

অর্থ	শব্দ
কেশগুচ্ছ	نَاصِيَةٍ
মিথ্যাবাদী	كَاذِبَةٍ
পাপী	خَاطِئَةٍ

* فَلْيَدْعُ نَادِيَهٗ ﴿١٧﴾

অর্থ : অতএব সে তার পার্শ্বচরদের আহ্বান করুক।

অর্থ	শব্দ
অতএব সে আহ্বান করুক	فَلْيَدْعُ
তার পার্শ্বচরদের	نَادِيَهٗ

* سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ﴿١٨﴾

অর্থ : আমিও আহ্বান করবো জাহান্নামের প্রহরীদের

অর্থ	শব্দ
আমিও আহ্বান করবো	سَنَدْعُ
জাহান্নামের প্রহরীদের	الزَّبَانِيَةَ

* كَلَّا ۭ لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ﴿١٩﴾

অর্থ : কখনোই নয়, আপনি তার আনুগত্য করবেন না। আপনি সিজদাহ করুন ও আমার নিকটবর্তী হউন।

অর্থ	শব্দ
কখনো না	كَلَّا
করবেন না	لَا
তার আনুগত্য	تُطِعْهُ
বরং, সিজদাহ করুন	وَاسْجُدْ
ও আমার নিকটবর্তী হউন	وَاقْتَرِبْ

সূরা কদর

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত ৫

সূরা কদরের মূল বক্তব্য

একদা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের মজলিসে বনী ইসরাঈলের এক দরবেশের আমলের কাহিনী বর্ণনা করলেন। সে দরবেশ একটানা ৮৪ বছর অথবা এক হাজার মাস রাতে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীতে কাটিয়েছেন এবং দিনের বেলায় আল্লাহর রাহে জিহাদ করেছেন। এঘটনা শুনে সাহাবায়ে কেরাম বিস্ময় বোধ করলেন এবং মনে মনে অনুশোচনা করে বললেন, আদি কালের লোকেরা দীর্ঘ দিন বেঁচে থেকে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করত আর আমরা তো অল্প দিন আয়ু লাভ করি। সত্যিই আমরা হতভাগ্য। তাদের এ অনুশোচনার জবাবে আল্লাহ তায়ালা এ সূরা নাযিল করেন। ঘোষণা দেন আমি তোমাদের জন্য এমন একটি রজনী দান করেছি যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, তাফসীরে জালালাইন-৫২৯)

সূরা কদর

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত ৫

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّآ أَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾ وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿٢﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴿٤﴾ سَلٰمٌ ۛ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿٥﴾

* إِنَّآ أَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾

অর্থ : নিশ্চয়ই আমি ইহা (আল-কুরআন) অবতীর্ণ করেছি ক্বদরের রাতে।

অর্থ	শব্দ

নিশ্চয়ই আমি	اِنَّآ
ইহা অবতীর্ণ (নাযিল) করেছি	اَنْزَلْنٰهُ
মধ্যে	فِيْ
রাত	لَيْلَةِ
ক্বদর	الْقَدْرِ

*وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝٢

অর্থ : ক্বদরের রাত সম্বন্ধে আপনি কি জনেন?

অর্থ	শব্দ
এবং কি	وَمَآ
আপনি জানেন	اَدْرٰىكَ
কি-সে	مَا
রাত	لَيْلَةُ
ক্বদরের	الْقَدْرِ

*لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۝٣

অর্থ : ক্বদরের রাত হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।

অর্থ	শব্দ
রাত	لَيْلَةُ
ক্বদরের	الْقَدْرِ
উত্তম	خَيْرٌ
হতে	مِّنْ
হাজার	اَلْفِ

মাস	شَهْرٍ

*تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ۝٤

অর্থ : ঐ রাতে প্রত্যেক কাজের জন্য ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয়, তাঁদের পালনকর্তার অনুমতিক্রমে।

অর্থ	শব্দ
অবতীর্ণ হয়	تَنَزَّلُ
ফেরেশতাগণ	الْمَلٰٓئِكَةُ
এবং রূহ (জিবরাঈল আ.)	وَالرُّوْحُ
তার মধ্যে	فِيْهَا
অনুমতিক্রমে	بِاِذْنِ
তাঁদের পালনকর্তার	رَبِّهِمْ
জন্য	مِنْ
প্রত্যেক	كُلِّ
কাজ	اَمْرٍ

*سَلٰمٌ ۛ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝٥

অর্থ : শান্তি আর শান্তি যা ফজরের আবির্ভাব হওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে।

অর্থ	শব্দ
শান্তি	سَلٰمٌ
সে	هِيَ
পর্যন্ত	حَتّٰى
উদয় হওয়া	مَطْلَعِ

ফজর	الْفَجْرِ ؕ

সূরা আলাম নাশরাহ
মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত ৮

সূরা আলাম নাশরাহ-এর মূল বক্তব্য : এ সূরার মূল বক্তব্য হল, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্তনা দান। এ সূরা তাকে তিনটি বড় নেয়ামত দান করা হয়েছে। যার মাধ্যমে তিনি বিজয় লাভকে হাতের মুঠোয় এনেছিলেন। ১. বক্ষের প্রশস্ততা। ২. ভারী বোঝা হালকা করে দেয়া। ৩. সুনাম-সুখ্যাতি পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়া।

সূরা আলাম নাশরাহ
মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত ৮

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

اَلَمۡ نَشۡرَحۡ لَكَ صَدۡرَكَ ۙ﴿۱﴾ وَوَضَعۡنَا عَنۡكَ وِزۡرَكَ ۙ﴿۲﴾ الَّذِیۡۤ اَنۡقَضَ ظَهۡرَكَ ۙ﴿۳﴾ وَرَفَعۡنَا لَكَ ذِكۡرَكَ ؕ﴿۴﴾ فَاِنَّ مَعَ الۡعُسۡرِ یُسۡرًا ۙ﴿۵﴾ اِنَّ مَعَ الۡعُسۡرِ یُسۡرًا ؕ﴿۶﴾ فَاِذَا فَرَغۡتَ فَانۡصَبۡ ۙ﴿۷﴾ وَاِلٰی رَبِّكَ فَارۡغَبۡ ﴿۸﴾

* اَلَمۡ نَشۡرَحۡ لَكَ صَدۡرَكَ ۙ﴿۱﴾

অর্থ : (হে রাসূল !) আমি কি তোমার কল্যাণে তোমার বক্ষ খুলে দেইনি?

অর্থ	শব্দ
কি	اَ
খুলে দেইনি	لَمۡ نَشۡرَحۡ
তোমার কল্যাণে	لَكَ
তোমার বক্ষ	صَدۡرَكَ ۙ

* وَوَضَعۡنَا عَنۡكَ وِزۡرَكَ ۙ﴿۲﴾

অর্থ : আমি তোমার থেকে অপসারণ করেছি সেই ভার–

অর্থ	শব্দ
আমি অপসারণ করেছি	وَوَضَعۡنَا
তোমার থেকে	عَنۡكَ
সেই ভার	وِزۡرَكَ

* الَّذِیۡۤ اَنۡقَضَ ظَهۡرَكَ ۙ﴿۳﴾

অর্থ : যা তোমার কোমর ভেঙ্গে দিচ্ছিল।

অর্থ	শব্দ
যা	الَّذِیۡۤ
ভেঙ্গে দিচ্ছিল	اَنۡقَضَ
তোমার কোমর	ظَهۡرَكَ ۙ

* وَرَفَعۡنَا لَكَ ذِكۡرَكَ ؕ﴿۴﴾

অর্থ : এবং আমি তোমার কল্যাণে তোমার চর্চাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি।

অর্থ	শব্দ
এবং আমি উচ্চ মর্যাদা দান করেছি	وَرَفَعۡنَا
তোমার কল্যাণে	لَكَ
তোমার চর্চাকে	ذِكۡرَكَ ؕ

* فَاِنَّ مَعَ الۡعُسۡرِ یُسۡرًا ۙ﴿۵﴾

অর্থ : প্রকৃতপক্ষে কষ্টের সাথে স্বস্তিও থাকে।

অর্থ	শব্দ
প্রকৃতপক্ষে	فَاِنَّ

সাথে	مَعَ
কষ্টের	الْعُسْرِ
স্বস্তি থাকে	يُسْرًا ۙ

* اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۞

অর্থ : নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তিও থাকে।

অর্থ	শব্দ
নিশ্চয়ই	اِنَّ
সাথে	مَعَ
কষ্টের	الْعُسْرِ
স্বস্তিও থাকে	يُسْرًا

* فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۞

অর্থ : সুতরাং তুমি যখন অবসর পাও, তখন (ইবাদতে) নিজেকে পরিশ্রান্ত কর।

অর্থ	শব্দ
সুতরাং যখন	فَاِذَا
তুমি অবসর পাও	فَرَغْتَ
তখন (ইবাদতে) নিজেকে পরিশ্রান্ত কর	فَانْصَبْ ۙ

* وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ۞

অর্থ : এবং নিজ প্রতিপালকের প্রতিই মনোযোগী হও।

অর্থ	শব্দ
এবং প্রতি	وَاِلٰى
নিজ প্রতিপালকের	رَبِّكَ

মনোযোগী হও	فَارْغَبْ ۧ

সূরা ইয়াসীনের ফযিলত

১. হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাব তিরমিযি শরীফে বর্ণিত আছে,

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَقَلْبُ الْقُرْآنِ يس وَمَنْ قَرَأَ يس كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا قِرءَةَ الْقُرْآنِ عَشَرَ مَرَّاتٍ. (ترمذي ٣٦٨)

১. হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, “প্রত্যেক জিনিসের একটি দিল রয়েছে, আর কুরআনের দিল হল- সূরা ইয়াসীন। যে ব্যক্তি সূরাটি একবার পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে ১০ খতম কুরআন তেলাওয়াত করার সাওয়াব দান করবেন। (তিরমিযি, হাদীস নং : ৩৬৮, মেশকাত শরীফ, হাদীস নং : ২০৪৪)

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি দিনের প্রথমে সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে, তার সকল প্রয়োজন পূর্ণ হবে। (মেশকাত শরীফ, হাদীস নং : ২০৭৩)

৩. হযরত আবু যর রা. বর্ণনা করেন, মুমূর্ষ ব্যক্তির কাছে সূরা ইয়াসিন পাঠ করলে তার মৃত্যু সহজ হবে। (তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন)

সূরা ইয়াসীন

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ
یٰسٓ ﴿۱﴾ وَالۡقُرۡاٰنِ الۡحَکِیۡمِ ﴿۲﴾ اِنَّکَ لَمِنَ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ﴿۳﴾
عَلٰی صِرَاطٍ مُّسۡتَقِیۡمٍ ﴿۴﴾ تَنۡزِیۡلَ الۡعَزِیۡزِ الرَّحِیۡمِ ﴿۵﴾ لِتُنۡذِرَ

قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ (٦) لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى

اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ (٧) اِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا

فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ (٨) وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ

سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ (٩)

وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ (١٠)

اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ

بِمَغْفِرَةٍ وَّاَجْرٍ كَرِيْمٍ (١١) اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا

قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ ؕ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْٓ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ (١٢)

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ ۘ اِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ (١٣)

اِذْ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْٓا اِنَّآ

اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ (١٤) قَالُوْا مَآ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ وَمَآ

اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ ۙ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُوْنَ (١٥) قَالُوْا رَبُّنَا

يَعْلَمُ اِنَّآ اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ (١٦) وَمَا عَلَيْنَآ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ (١٧)

قَالُوْٓا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ

مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ (١٨) قَالُوْا طَآئِرُكُمْ مَّعَكُمْ ؕ اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ ؕ

بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ (١٩) وَجَآءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ

يَّسْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ (٢٠) اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْـَٔلُكُمْ

اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ (٢١) وَمَا لِيَ لَآ اَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ وَاِلَيْهِ

تُرْجَعُوْنَ (٢٢) ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً اِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ

بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يُنْقِذُوْنِ (٢٣) اِنِّيْٓ اِذًا

لَّفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ (٢٤) اِنِّيْٓ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ (٢٥) قِيْلَ

ادْخُلِ الْجَنَّةَ ؕ قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ (٢٦) بِمَا غَفَرَ لِيْ رَبِّيْ

وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ (٢٧) وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِهٖ مِنْۢ بَعْدِهٖ

مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ (٢٨) اِنْ كَانَتْ اِلَّا

صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خٰمِدُوْنَ (٢٩) يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا

يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ (٣٠) اَلَمْ يَرَوْا

كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ (٣١)

وَاِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ (٣٢) وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ

الْمَيْتَةُ ۚ اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ (٣٣)

وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ

الْعُيُوْنِ (٣٤) لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ ۙ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ؕ اَفَلَا

يَشْكُرُوْنَ (٣٥) سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ

الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ (٣٦) وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ

نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ (٣٧) وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ

لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ (٣٨) وَالْقَمَرَ

قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ (٣٩) لَا الشَّمْسُ

يَنْۢبَغِيْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ؕ وَكُلٌّ فِيْ

فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ (٤٠) وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ

الْمَشْحُوْنِ (٤١) وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ (٤٢) وَاِنْ

نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ (٤٣) اِلَّا

رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ (٤٤) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ

اَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ (٤٥) وَمَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ

اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ (٤٦) وَاِذَا قِيْلَ

لَهُمْ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ

اٰمَنُوْٓا اَنُطْعِمُ مَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهٗٓ ۖ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ

مُّبِيْنٍ (٤٧) وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (٤٨)

مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَاْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ (٤٩)

فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّلَآ اِلٰٓى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ (٥٠) وَنُفِخَ فِي

الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ (٥١) قَالُوْا يٰوَيْلَنَا

مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ (٥٢)

اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ (٥٣)

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا وَّلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (٥٤)

اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِيْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ (٥٥) هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ

فِيْ ظِلٰلٍ عَلَى الْاَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔوْنَ (٥٦) لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا

يَدَّعُوْنَ (٥٧) سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ (٥٨) وَامْتَازُوا الْيَوْمَ

اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ (٥٩) اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا

الشَّيْطٰنَ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ (٦٠) وَّاَنِ اعْبُدُوْنِيْ هٰذَا صِرَاطٌ

مُّسْتَقِيْمٌ (٦١) وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا

تَعْقِلُوْنَ (٦٢) هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ (٦٣) اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ

بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ (٦٤) اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ

اَيۡدِيۡهِمۡ وَتَشۡهَدُ اَرۡجُلُهُمۡ بِمَا كَانُوۡا يَكۡسِبُوۡنَ (٦٥) وَلَوۡ نَشَآءُ لَطَمَسۡنَا

عَلٰٓى اَعۡيُنِهِمۡ فَاسۡتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰى يُبۡصِرُوۡنَ (٦٦) وَلَوۡ نَشَآءُ

لَمَسَخۡنٰهُمۡ عَلٰى مَكَانَتِهِمۡ فَمَا اسۡتَطَاعُوۡا مُضِيًّا وَّلَا يَرۡجِعُوۡنَ (٦٧)

وَمَنۡ نُّعَمِّرۡهُ نُنَكِّسۡهُ فِى الۡخَلۡقِ ؕ اَفَلَا يَعۡقِلُوۡنَ (٦٨) وَمَا عَلَّمۡنٰهُ الشِّعۡرَ

وَمَا يَنۡۢبَغِىۡ لَهٗ ؕ اِنۡ هُوَ اِلَّا ذِكۡرٌ وَّقُرۡاٰنٌ مُّبِيۡنٌ (٦٩) لِّيُنۡذِرَ مَنۡ كَانَ

حَيًّا وَّيَحِقَّ الۡقَوۡلُ عَلَى الۡكٰفِرِيۡنَ (٧٠) اَوَلَمۡ يَرَوۡا اَنَّا خَلَقۡنَا لَهُمۡ

مِّمَّا عَمِلَتۡ اَيۡدِيۡنَاۤ اَنۡعَامًا فَهُمۡ لَهَا مٰلِكُوۡنَ (٧١) وَذَلَّلۡنٰهَا لَهُمۡ

فَمِنۡهَا رَكُوۡبُهُمۡ وَمِنۡهَا يَاۡكُلُوۡنَ (٧٢) وَلَهُمۡ فِيۡهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ؕ

اَفَلَا يَشۡكُرُوۡنَ (٧٣) وَاتَّخَذُوۡا مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لَّعَلَّهُمۡ يُنۡصَرُوۡنَ (٧٤)

لَا يَسۡتَطِيۡعُوۡنَ نَصۡرَهُمۡ ۙ وَهُمۡ لَهُمۡ جُنۡدٌ مُّحۡضَرُوۡنَ (٧٥) فَلَا

يَحۡزُنۡكَ قَوۡلُهُمۡ ۘ اِنَّا نَعۡلَمُ مَا يُسِرُّوۡنَ وَمَا يُعۡلِنُوۡنَ (٧٦) اَوَلَمۡ يَرَ

الۡاِنۡسَانُ اَنَّا خَلَقۡنٰهُ مِنۡ نُّطۡفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيۡمٌ مُّبِيۡنٌ (٧٧) وَضَرَبَ

لَنَا مَثَلًا وَّنَسِىَ خَلۡقَهٗ ؕ قَالَ مَنۡ يُّحۡىِ الۡعِظَامَ وَهِىَ رَمِيۡمٌ (٧٨) قُلۡ

يُحۡيِيۡهَا الَّذِىۡۤ اَنۡشَاَهَاۤ اَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ وَهُوَ بِكُلِّ خَلۡقٍ عَلِيۡمُ (٧٩) الَّذِىۡ

جَعَلَ لَكُمۡ مِّنَ الشَّجَرِ الۡاَخۡضَرِ نَارًا فَاِذَاۤ اَنۡتُمۡ مِّنۡهُ

تُوۡقِدُوۡنَ (٨٠) اَوَلَيۡسَ الَّذِىۡ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ بِقٰدِرٍ

عَلٰٓى اَنۡ يَّخۡلُقَ مِثۡلَهُمۡ ؕ بَلٰى وَهُوَ الۡخَلّٰقُ الۡعَلِيۡمُ (٨١) اِنَّمَاۤ اَمۡرُهٗۤ

اِذَاۤ اَرَادَ شَيۡـًٔا اَنۡ يَّقُوۡلَ لَهٗ كُنۡ فَيَكُوۡنُ (٨٢) فَسُبۡحٰنَ الَّذِىۡ

بِيَدِهٖ مَلَكُوۡتُ كُلِّ شَىۡءٍ وَّاِلَيۡهِ تُرۡجَعُوۡنَ (٨٣)

সূরা ওয়াক্বেয়াহ-র ফযিলত

❖ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে,

عَنِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الوَاقِعَةِ كُلَّ لَيْلَةٍ لَمْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ أَبَدًا.

হযরত ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি প্রতি রাত্রে সূরা ওয়াকিয়াহ পাঠ করবে সে কখনও উপবাস থাকবে না। (বাইহাকি : শুআবুল ঈমান : হাদীস নং ২৪৯৮, মেশকাত শরীফ, হাদীস নং : ২০৭৭))

❖ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা সূরা ওয়াকিয়াহ তেলাওয়াত কর এবং তোমাদের সন্তান সন্তুতিকে তা শেখাও। এটি হলো সূরাতুল গিনা তথা প্রাচুর্যের সূরা। যে ব্যক্তি প্রতি রাতে তা পাঠ করবে সে কখনো অভাবে পতিত হবে না। (তাফসীরে রুহুল মাআনী-১১৮)

সূরা ওয়াক্বিআহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (١) لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ (٢) خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ (٣)

اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًّا (٤) وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا (٥) فَكَانَتْ هَبَآءً

مُّنْۢبَثًّا (٦) وَّكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً (٧) فَاَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ

الْمَيْمَنَةِ (٨) وَاَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ (٩) وَالسّٰبِقُوْنَ

السّٰبِقُوْنَ (١٠) اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ (١١) فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ (١٢) ثُلَّةٌ مِّنَ

الْاَوَّلِيْنَ (١٣) وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ (١٤) عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ (١٥)

مُّتَّكِـِٔيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ (١٦) يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ (١٧)

بِاَكْوَابٍ وَّاَبَارِيْقَ ۙ وَكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ (١٨) لَّا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا

يُنْزِفُوْنَ (١٩) وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ (٢٠) وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا

يَشْتَهُوْنَ (٢١) وَحُوْرٌ عِيْنٌ (٢٢) كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ (٢٣)

جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (٢٤) لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَاْثِيْمًا (٢٥)

اِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا (٢٦) وَاَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ (٢٧)

فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ (٢٨) وَّطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ (٢٩) وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ (٣٠) وَّمَآءٍ

مَّسْكُوْبٍ (٣١) وَّفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ (٣٢) لَّا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ (٣٣)

وَّفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ (٣٤) اِنَّآ اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَآءً (٣٥) فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا (٣٦)

عُرُبًا اَتْرَابًا (٣٧) لِّاَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ (٣٨) ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ (٣٩)

وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ (٤٠) وَاَصْحٰبُ الشِّمَالِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الشِّمَالِ (٤١)

فِيْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ (٤٢) وَّظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ (٤٣) لَّا بَارِدٍ وَّلَا كَرِيْمٍ (٤٤)

اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ (٤٥) وَكَانُوْا يُصِرُّوْنَ عَلَى الْحِنْثِ

الْعَظِيْمِ (٤٦) وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ ۙ اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا

اَوَاٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ (٤٨) قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ (٤٩) لَمَبْعُوْثُوْنَ (٤٧)

لَمَجْمُوْعُوْنَ ۙ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ (٥٠) ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا

الضَّآلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ (٥١) لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ (٥٢)

فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ (٥٣) فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ (٥٤)

فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ (٥٥) هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ (٥٦) نَحْنُ

خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ (٥٧) اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ (٥٨) ءَاَنْتُمْ

تَخْلُقُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ (٥٩) نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا

نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ (٦٠) عَلٰٓى اَنْ نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيْ مَا

لَا تَعْلَمُوْنَ (٦١) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْاَةَ الْاُوْلٰى فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ (٦٢)

اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ (٦٣) ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗۤ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ (٦٤)

لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ (٦٥) اِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ (٦٦)

بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ (٦٧) اَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِىْ تَشْرَبُوْنَ (٦٨)

ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ (٦٩) لَوْ نَشَآءُ

جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُوْنَ (٧٠) اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِىْ تُوْرُوْنَ (٧١)

ءَاَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ شَجَرَتَهَاۤ اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُوْنَ (٧٢) نَحْنُ جَعَلْنٰهَا

تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ (٧٣) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ (٧٤)

فَلَاۤ اُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ (٧٥) وَاِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ (٧٦)

اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ (٧٧) فِىْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ (٧٨) لَّا يَمَسُّهٗۤ اِلَّا

الْمُطَهَّرُوْنَ (٧٩) تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ (٨٠) اَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَنْتُمْ

مُّدْهِنُوْنَ (٨١) وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ (٨٢) فَلَوْ لَاۤ اِذَا

بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ (٨٣) وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ (٨٤) وَنَحْنُ اَقْرَبُ

اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ (٨٥) فَلَوْ لَاۤ اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ

مَدِيْنِيْنَ (٨٦) تَرْجِعُوْنَهَاۤ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (٨٧) فَاَمَّاۤ اِنْ كَانَ

مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ (٨٨) فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ ۙ وَّجَنَّتُ نَعِيْمٍ (٨٩) وَاَمَّاۤ اِنْ

كَانَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ (٩٠) فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ (٩١)

وَاَمَّاۤ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّآلِّيْنَ (٩٢) فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ (٩٣)

وَّتَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ (٩٤) اِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ (٩٥) فَسَبِّحْ بِاسْمِ

رَبِّكَ الْعَظِيْمِ (٩٦)

সূরা মুলক

- ❖ হযরত আবু হুরায়রাহ রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সা. বলেছেন, কুরআনে ৩০ আয়াত বিশিষ্ট এমন একটি সূরা রয়েছে যা আপন পাঠকারীর জন্য মাগফিরাতের সুপারিশ করে। ফলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। আর সেটি হচ্ছে সূরা মুল্‌ক। (তিরমিযী ২/১১৭, মেশকাত শরীফ, হাদীস নং : ২০৪৯)
- ❖ হযরত ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সা. বলেছেন, সূরা মুল্‌ক কবর আযাব থেকে নাজাত দেয়। (তিরমিযী ২/১১৭)
- ❖ হযরত আনাস রা. বলেন, রাসূল সা. সূরা মুল্‌কের নামকরণ করেছেন "সূরা মুনজিয়া" তথা কবর আযাব থেকে মুক্তিদানকারী সূরা। (দুররে মানসুর ৮/২৩১)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرُ (١) الَّذِىْ خَلَقَ

الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ

الْغَفُوْرُ (٢) الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ؕ مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ

الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ؕ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ (٣) ثُمَّ

ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ (٤)

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ

وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ۝٥ وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ

جَهَنَّمَ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ (٦) اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِيَ

تَفُوْرُ (٧) تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ؕ كُلَّمَآ اُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ

خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ (٨) قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ ۙ فَكَذَّبْنَا

وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۚۖ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ (٩)

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ (١٠)

فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ ۚ فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ (١١) اِنَّ الَّذِيْنَ

يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ (١٢) وَاَسِرُّوْا

قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ (١٣) اَلَا يَعْلَمُ

مَنْ خَلَقَ ؕ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ (١٤) هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ

ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ؕ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ (١٥)

ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَآءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِيَ تَمُوْرُ (١٦)

اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَآءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ؕ

فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ (١٧) وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ (١٨) اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰٓفّٰتٍ

وَّيَقْبِضْنَ ؔۚ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ ؕ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍۢ بَصِيْرٌ (١٩)

اَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ ؕ اِنِ

الْكٰفِرُوْنَ اِلَّا فِيْ غُرُوْرٍ (٢٠) اَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ

رِزْقَهٗ ۚ بَلْ لَّجُّوْا فِيْ عُتُوٍّ وَّنُفُوْرٍ (٢١) اَفَمَنْ يَّمْشِيْ مُكِبًّا عَلٰى وَجْهِهٖٓ

اَهْدٰٓى اَمَّنْ يَّمْشِيْ سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (٢٢) قُلْ هُوَ الَّذِيْٓ

اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا

تَشْكُرُوْنَ (٢٣) قُلْ هُوَ الَّذِيْ ذَرَاَكُمْ فِي الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ

(٢٤) وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (٢٥) قُلْ اِنَّمَا

الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۪ وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ (٢٦) فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً

سِيْٓـَٔتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُوْنَ

(٢٧) قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللّٰهُ وَمَنْ مَّعِيَ اَوْ رَحِمَنَا ۙ فَمَنْ يُّجِيْرُ

الْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ (٢٨) قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ

تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ (٢٩) قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ
اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ (٣٠)

সূরা আর রাহমানের ফযিলত

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক জিনিসের একটি সৌন্দর্য্য রয়েছে, যার কারণে সে জিনিসটি দুলহানের ন্যায় হয়। আর কুরআনুল কারীমের সৌন্দর্য্য হল সূরা আর রাহমান। যে ব্যক্তি সূরাটি নিয়মিত পাঠ করবে কেয়ামতের দিন তার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত হবে এবং সে হাসতে হাসতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এই সূরা পাঠকারীর মন সদা সর্বদা প্রফুল্ল থাকে। দুশ্চিন্তা তাকে কখনো গ্রাস করতে পারে না। এ সূরা তেলাওয়াতের বরকতে আল্লাহ তায়ালা তাকে বড় বড় রোগ ও শত্রু থেকে রক্ষা করেন এবং তার সকল প্রকার দোআ আল্লাহ তায়ালা কবুল করেন। (তাফসীরে জালালাইন-৩১৬)

সূরা আর রাহমান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اَلرَّحْمٰنُ (١) عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ (٢) خَلَقَ الْاِنْسَانَ (٣) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (٤)
اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (٥) وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ (٦)
وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ (٧) اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيْزَانِ (٨)
وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ (٩) وَالْاَرْضَ
وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ (١٠) فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ (١١)

وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ (١٢) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (١٣)
خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ (١٤) وَخَلَقَ الْجَآنَّ مِنْ
مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ (١٥) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (١٦) رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ
وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (١٧) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (١٨) مَرَجَ
الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ (١٩) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ (٢٠) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٢١) يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ (٢٢) فَبِاَيِّ
اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٢٣) وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَئٰتُ فِي الْبَحْرِ
كَالْاَعْلَامِ (٢٤) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٢٥) كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا
فَانٍ (٢٦) وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ (٢٧) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٢٨) يَسْئَلُهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلَّ يَوْمٍ
هُوَ فِيْ شَاْنٍ (٢٩) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٣٠) سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ
الثَّقَلٰنِ (٣١) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٣٢) يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ
وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
فَانْفُذُوْا ؕ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ (٣٣) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ (٣٤) يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ وَّنُحَاسٌ فَلَا

تَنْتَصِرٰنِ (٣٥) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٣٦) فَاِذَا انْشَقَّتِ

السَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ (٣٧) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٣٨)

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖٓ اِنْسٌ وَّلَا جَآنٌّ (٣٩) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا

تُكَذِّبٰنِ (٤٠) يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ

وَالْاَقْدَامِ (٤١) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٤٢) هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ

يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ (٤٣) يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ (٤٤)

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٤٥) وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ (٤٦)

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٤٧) ذَوَاتَآ اَفْنَانٍ (٤٨) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا

تُكَذِّبٰنِ (٤٩) فِيْهِمَا عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ (٥٠) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا

تُكَذِّبٰنِ (٥١) فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ (٥٢) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا

تُكَذِّبٰنِ (٥٣) مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى فُرُشٍۢ بَطَآئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ؕ وَجَنَا

الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ (٥٤) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٥٥) فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ

الطَّرْفِ ۙ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ (٥٦) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ

رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٥٧) كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ (٥٨) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ

رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٥٩) هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ (٦٠) فَبِاَيِّ

اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٦١) وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ (٦٢) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ

رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٦٣) مُدْهَآمَّتٰنِ (٦٤) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٦٥)

فِيْهِمَا عَيْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ (٦٦) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٦٧) فِيْهِمَا

فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ (٦٨) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٦٩) فِيْهِنَّ

خَيْرٰتٌ حِسَانٌ (٧٠) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٧١) حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ

فِي الْخِيَامِ (٧٢) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٧٣) لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ

قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ (٧٤) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٧٥) مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى

رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ (٧٦) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا

تُكَذِّبٰنِ (٧٧) تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ (٧٨)

সূরা নাবার ফযিলত

হযরত উবাই ইবনে কা'আব রা. বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা নাবা পড়ে, কিয়ামত দিবসে মহান আল্লাহ তা'আলা তাকে শীতল শরবত { হাউজে কাউছারের পানি} পান করাবেন। তাফসীরে কাশ্‌শাফ ৪/৫২৯

সূরা নাবা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ (١) عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ (٢) الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ

مُخْتَلِفُوْنَ (٣) كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ (٤) ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ (٥) اَلَمْ
نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا (٦) وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا (٧) وَّخَلَقْنٰكُمْ
اَزْوَاجًا (٨) وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا (٩) وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا (١٠)
وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (١١) وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا (١٢)
وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا (١٣) وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً
ثَجَّاجًا (١٤) لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا (١٥) وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا (١٦) اِنَّ يَوْمَ
الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا (١٧) يَّوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا (١٨)
وَّفُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا (١٩) وَّسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ
سَرَابًا (٢٠) اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا (٢١) لِّلطّٰغِيْنَ مَاٰبًا (٢٢)
لّٰبِثِيْنَ فِيْهَآ اَحْقَابًا (٢٣) لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا (٢٤) اِلَّا
حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا (٢٥) جَزَآءً وِّفَاقًا (٢٦) اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ
حِسَابًا (٢٧) وَّكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا (٢٨) وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ
كِتٰبًا (٢٩) فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا (٣٠) اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ
مَفَازًا (٣١) حَدَآئِقَ وَاَعْنَابًا (٣٢) وَّكَوَاعِبَ اَتْرَابًا (٣٣) وَّكَاْسًا
دِهَاقًا (٣٤) لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا كِذّٰبًا (٣٥) جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ

عَطَآءً حِسَابًا (٣٦) رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ لَا
يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا (٣٧) يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا ۖ لَّا
يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا (٣٨) ذٰلِكَ الْيَوْمُ
الْحَقُّ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا (٣٩) اِنَّآ اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا
قَرِيْبًا ۚ يَّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِيْ
كُنْتُ تُرٰبًا (٤٠)

সূরা কাহাফের ফযিলত

- ❖ হযরত আয়েশা রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সা. বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক সূরার সন্ধান দিব ? যার মাহাত্ম আসমান-যমীনের মধ্যবর্তী স্থানকে পরিপূর্ণ করে দেয় এবং যার লেখককেও সেই পরিমাণ সাওয়াব প্রদান করা হয়। আর যে ব্যক্তি জুমআর দিন সেই সূরা পড়ে, তার সেই জুমআ হতে আরেক জুমআ পর্যন্ত ৭দিন ও আরো অতিরিক্ত ৩দিন সহ মোট ১০দিনের গোনাহ মোচন করে দেয়া হয়। (কান্‌যুল উম্মাল ১/২৮৬)
- ❖ হযরত আবু দারদা রা. বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম ১০ আয়াত তিলাওয়াত করবে মহান আল্লাহ তাকে দাজ্জালের ফেতনা থেকে হেফাযত করবেন। (সহীহ মুসলিম ১/২৮৬, মেশকাত শরীফ, হাদীস নং : ২০২৪)

সূরা কাহাফ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا
(١) قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ
يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا (٢) مَّاكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا (٣)
وَّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا (٤) مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا
لِاٰبَآئِهِمْ ؕ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ؕ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا
كَذِبًا (٥) فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا
الْحَدِيْثِ اَسَفًا (٦) اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ
اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا (٧) وَاِنَّا لَجٰعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا (٨)
اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ ۙ كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا
عَجَبًا (٩) اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ
رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا (١٠)

চতুর্থ পর্ব

পবিত্র কুরআন হাদীস থেকে সংগৃহীত দোয়া সমূহ

١. اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময় এবং তোমার থেকেই শান্তি। তুমি বরকতময়। হে প্রতাপ ও সম্মানের অধিকারী! (মেশকাত)

٢. اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا مِنْ كُلِّ بَلَاءِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের আযাব থেকে হেফাজত করুন।

٣. اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমার পালনকর্তা। আপনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন। কেননা আপনিই একমাত্র গুনাহ মার্জনা করেন।

٤. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ.

٥. اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

٦. اَللّٰهُمَّ انْصُرْ مَنْ نَصَرَ دِيْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِيْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ.

٧. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْنَا وَلِأَزْوَاجِنَا وَلِأَسَاتِذَتِنَا وَلِشَيْخِنَا وَلِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ.

٨. رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَقِنَا عَذَابَ الْقَبْرِ وَقِنَا عَذَابَ الْحَشْرِ وَقِنَا عَذَابَ الْمِيْزَانِ.

৯. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

১০. رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا.

১১. رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ.

১২. رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

১৩. رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ.

১৪. رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ

১৫. رَبِّ هَبْ لِىْ مِنَ الصَّالِحِيْنَ. رَبِّ هَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ.

১৬. رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا. رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ.

ফজর ও মাগরীবের নামাজের পর

গুরুত্বপূর্ণ কিছু আমল

আমল ১ : আয়াতুল কুরসী

ফজিলত : হযরত আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর একবার আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে তার জান্নাতে প্রবেশের প্রতিবন্ধক শুধু মৃত্যু। অর্থাৎ সে মৃত্যুর সাথে সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (নাসায়ী শরীফ-২৫৩৪)

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴿٢٥٥﴾

আমল ২ : সূরা হাশর

ফজিলত : হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার রা. হতে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন, যে ব্যক্তি সকালে তিনবার اَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়ার পর সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত একবার তেলাওয়াত করবে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য ৭০ হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করবেন। যারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য রহমতের দুআ করতে থাকবে। যদি ঐ দিন আমলকারী ব্যক্তি মারা যায় তবে তার শহীদী মৃত্যু হবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এ আমল করবে সে অনুরুপ সম্মানের অধিকারী হবে। (তিরমিযী শরীফ-২৯২২)

আমল-৩
সাইয়্যেদুল ইস্তেগফার (গুনাহ মাফের শ্রেষ্ঠ দোয়া)

ফযিলত : নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে দিনের শুরুতে ও রাত্রের শুরুতে এই দোয়া পাঠ করবে সে ঐ দিন মৃত্যু বরণ করলে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (বুখারী শরীফ)

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّه لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রতিপালক। তুমি ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নাই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আর আমি তোমার বান্দা। আমি তোমার অঙ্গিকারের উপর স্থির আছি এবং তোমার প্রতিশ্রুতির উপর পূর্ণ আস্থাভাজন আছি যতদুর আমি সক্ষম। আর তোমার কাছে পানাহ চাচ্ছি আমি যেসব খারাপ কাজ করেছি তার অনিষ্ট হতে। আর তোমার নিকট স্বীকার করছি যেসব নেয়ামত আমাকে দান করেছ এবং আমার গুনাহের কথাও স্বীকার করছি। অতএব আমাকে ক্ষমা করে দাও। কারণ তুমি ছাড়া গুনাহসমূহ ক্ষমা করার দ্বিতীয় আর কেউ নেই।

আমল-৪ : জাহান্নাম থেকে মুক্তির দোয়া

ফজিলত : হযরত হারিস ইবনে মুসলিম রা. থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি ফজর ও মাগরীবের পর কারো সাথে কথাবার্তা বলার আগে এই দোয়া ৭ বার পড়বে সে ব্যক্তি যদি ঐ রাত বা দিন মারা যায় তাহলে সে জাহান্নাম হতে নাজাত পাবে। (আবু দাউদ শরীফ-৫০৭৯)

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দাও।

আমল-৫ : জান্নাত লাভের দোয়া

ফজিলত : হযরত সাওবান রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি সকাল সন্ধা তিনবার করে এই

দোয়া পড়বে আল্লাহ তা'আলার উপর অবধারিত হবে কিয়ামতের দিন তাকে জান্নাত দানের মাধ্যমে খুশি করা। (তিরমিযী শরীহ-৩৩৮৯)

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَّرَسُوْلًا.

অপর হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজর ও মাগরীবের পর এ দোয়া ৮ বার পাঠ করবে তার জন্য জাহান্নামের ৮টি দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

اَسْأَلُ اللّٰهَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ

বর্ণিত আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার এই দোয়া পাঠ করবে কোন কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না। এবং আকস্মিক কোন বিপদ তাকে স্পর্শ করবে না।

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِه شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

অর্থ : আমি ঐ আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি যার নাম নিয়ে শুরু করলে আসমান জমীনের কোন বস্তুই অনিষ্ট করতে পারবে না। তিনি সকল কিছুর শ্রবনকারী ও মহাজ্ঞানী।

তেত্রিশ আয়াতের ফযীলত

১. হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি পরম ভক্তি ও বিশ্বাসের সাথে তেত্রিশ আয়াত পাঠ করবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার সর্বরকম সৎ উদ্দেশ্য সফল করে দিবেন এবং সে সম্পূর্ণ আল্লাহর নিরাপত্তা ও আশ্রয়ের মধ্যে কাল যাপন করতে পারবে। সর্বদাই আল্লাহর রহমতের ধারা তার উপর বর্ষিত হতে থাকবে।

২. যে ব্যক্তি প্রাতে ও সন্ধ্যায় এ আয়াতসমূহ পাঠ করবে, আল্লাহ তার রূজি রোজগারে অত্যাধিক বরকত দান করবেন। সে সকলের নিকট

মান-সম্মান লাভ করবে। সকলে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও মনোযোগের সাথে তার উপদেশ শ্রবণ করবে এবং তদানুযায়ী আমল করবে।

৩. যে ব্যক্তি তেত্রিশ আয়াত নিয়মিতভাবে পাঠ করবে তার সকল নেক মাকছুদ পূর্ণ হবে। নিরাপদে জীবন-যাপন করতে পারবে ও সর্বদা মহান আল্লাহর রহমতের মাঝে থাকবে। এবং তাবীজ বানিয়ে ছোট ছেলে-মেয়েদের গলায় বেঁধে দিলে সর্বপ্রকার বালা-মুছিবত হতে হিফাজতে থাকবে।

বি. দ্র. কোরআন পাকের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সর্বমোট ৩২ আয়াত ও 'বিসমিল্লাহ' শরীফ ১ আয়াত। সর্বমোট ৩৩ আয়াত।

<table>
<tr><td>সূরা বাকারার</td><td>بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ</td><td>প্রথম ৫ আয়াত</td></tr>
<tr><td colspan="3">الٓمّٓ ﴿١﴾ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٢﴾ الَّذِيْنَ</td></tr>
<tr><td colspan="3">يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣﴾</td></tr>
<tr><td colspan="3">وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ هُمْ</td></tr>
<tr><td colspan="3">يُوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٥﴾</td></tr>
<tr><td>সূরা বাকারার</td><td>بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ</td><td>২৫৫ থেকে ২৫৭ আয়াত</td></tr>
<tr><td colspan="3">اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۗ لَهٗ مَا</td></tr>
<tr><td colspan="3">فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا</td></tr>
<tr><td colspan="3">بِاِذْنِهٖ ۗ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="3">بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ</td></tr>
<tr><td colspan="3">وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴿٢٥٥﴾ لَآ اِكْرَاهَ فِي</td></tr>
<tr><td colspan="3">الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ</td></tr>
<tr><td colspan="3">وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ</td></tr>
<tr><td colspan="3">وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٥٦﴾ اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ</td></tr>
<tr><td colspan="3">مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓئُهُمُ الطَّاغُوْتُ</td></tr>
<tr><td colspan="3">يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ۗ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ</td></tr>
<tr><td colspan="3">هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٥٧﴾</td></tr>
<tr><td>সূরা তাওবার</td><td>بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ</td><td>১২৮ থেকে ১২৯ আয়াত</td></tr>
<tr><td colspan="3">لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ</td></tr>
<tr><td colspan="3">عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢٨﴾ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ</td></tr>
<tr><td colspan="3">اللّٰهُ ۖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿١٢٩﴾</td></tr>
<tr><td>সূরা সাফফাতের</td><td>بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ</td><td>১ থেকে ১১ নং আয়াত</td></tr>
<tr><td colspan="3">وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ﴿١﴾ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ﴿٢﴾ فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ﴿٣﴾ اِنَّ</td></tr>
</table>

اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ (٤) رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ

الْمَشَارِقِ (٥) اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ اِلْكَوَاكِبِ (٦)

وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ (٧) لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى

وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ (٨) دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ (٩)

اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ (١٠) فَاسْتَفْتِهِمْ

اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ۭ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ (١١)

সূরা আর রহমানের	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	৩৩ থেকে ৩৫ আয়াত

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ۭ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ (٣٣)

فَبِاَيِّ اٰلَاۗءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٣٤) يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ

وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ (٣٥)

সূরা হাশরের	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	২১ থেকে ২৪ নং আয়াত

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ

خَشْيَةِ اللّٰهِ ۭ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

يَتَفَكَّرُوْنَ (٢١) هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ

وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ (٢٢) هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا

هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ

الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۭ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (٢٣) هُوَ اللّٰهُ

الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاۗءُ الْحُسْنٰى ۭ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (٢٤)

সূরা জীন-এর	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	প্রথম থেকে ৪ আয়াত

قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا

عَجَبًا (١) يَّهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ۭ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ

اَحَدًا (٢) وَّاَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا (٣) وَّاَنَّهٗ

كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا (٤)

দুরূদে শিফা

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ دَاءٍ وَّدَوَاءٍ وَبِعَدَدِ كُلِّ عِلَّةٍ وَّشِفَاءٍ.

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সরদার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং তাহার বংশধরদের প্রতি রহমত নাযিল কর এত পরিমান যা মানুষের রোগ, ঔষধ ও আরোগ্য লাভের পরিমান হয়!!

দুরূদে নারীয়ার ফায়দা

দুরারোগ্য ব্যাধি, বালা-মুছিবত, চাকুরী লাভে, ব্যবসার উন্নতি ও যে কোন আশা পূরণের জন্য ৪৪৪৪ বার পাঠ করলে নিশ্চয়ই সফল হবে। ইনশাআল্লাহ

দুরূদে নারীয়া

اَللّٰهُمَّ صَلِّ صَلَاةً كَامِلَةً وَسَلِّمْ سَلَامًا تَامًّا عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ تَنْحَلُّ بِهِ الْعُقَدُ ـ وَتَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ وَتُقْضٰى بِهِ الْحَوَآئِجُ وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَآئِبُ وَحُسْنُ الْخَوَاتِمِ وَيُسْتَسْقَى الْغَمَمُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ فِىْ كُلِّ لَمْحَةٍ وَّنَفَسٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَّكَ.

আয়াতে শিফা

ফজিলত : আওলিয়া কেরামের আমল থেকে জানা যায় যে, এ আয়াতসমূহ কোন জটিল বা কঠিন রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য পাঠ করে পানি পান করালে সে অতি দ্রুত আরোগ্য লাভ করবে। ইনশাআল্লাহ!

١. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ.

٢. وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ.

٣. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

٤. يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ

٥. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ.

٦. قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَّشِفَاءٌ.

অর্থ :

১. এবং তিনি মুমিনদের অন্তরসমূহকে আরোগ্য দান করবেন।
২. আর অন্তর সমূহে যাহা কিছু রোগ হয়, তাহার জন্য আরোগ্য।
৩. এবং আমি কোরআন শরীফে এমন কতগুলো জিনিস অবতীর্ণ করেছি যা ঈমানদারদের জন্য শিফা এবং রহমত স্বরূপ।
৪. আর আমি যখন অসুস্থ হয়ে পড়ি তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন।
৫. হে রাসূল! আপনি বলে দিন যে, কোরআন শরীফ মুমিনদের জন্য পথ প্রদর্শক এবং শিফা স্বরূপ।

প্রতিদিনের দুআ

১. ঘুমানোর সময় দুআ ----------- اَللّٰهُمَّ بِسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى

২. ঘুম থেকে জেগে দুআ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

৩. বাথরুমে যাওয়ার দুআ

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

৪. বাথরুম থেকে বের হয়ে-

غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنِّيْ الْاَذٰى وَعَافَانِيْ.

৫. অজু শুরুর দুআ ------------- بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

৬. অজু শেষে-

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.

৭. মসজিদে প্রবেশের দুআ

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

৮. মসজিদ থেকে বের হওয়ার দুআ

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

৯. ঘরে প্রবেশের দুআ

بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا.

১০. ঘর থেকে বের হতে-

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ.

১১. খাওয়ার শুরুতে-

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

১২. খাওয়া শেষে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

১৩. আযান শেষে দুআ-

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، اٰتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَا الَّذِيْ وَعَدْتَهُ

১৪. যানবাহনে আরোহন কালে দুআ-

سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَه مُقْرِنِيْنَ * وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُوْنَ.

১৫. হাঁচি আসলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলবে, অপর মুসলমান তা শুনলে বলবে– يَرْحمُكَ اللهُ

১৬. নতুন চাঁদ দেখলে-

اَللّٰهُمَّ أَهِلَّه عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللهُ

ফরজ নামাজের পর : سُبْحَانَ اللهِ ৩৩ বার, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ৩৩ বার, اَللهُ اَكْبَرُ ৩৪ বার, আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে ইস্তেগফার ও দুরূদ শরীফ পাঠ করবে।

শয়নকালে জিকির : সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে দুই হাতে ফু দিয়ে শরীর মুছে দেয়া। এভাবে তিন বার করা। সম্ভব হলে আয়াতুল কুরসী ও সূরা বাকারার শেষ ২ আয়াত পড়ে কয়েকবার ইস্তেগফার ও দুরূদ শরীফ পাঠ করা।

অবসর সময়ে : لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ ১০০ বার, ইস্তেগফার ১০০ বার, দুরূদ শরীফ ১০০ বার।

খতমে আম্বিয়া

ফায়দা : যদি কোন ব্যক্তি কারো শিফার উদ্দেশ্যে অথবা বিপদ আপদ থেকে মুক্তির জন্য لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ এই কালিমা এক লক্ষ পঁচিশ হাজার বার পড়ে তাহলে আশা করা যায় উত্তম ফল পাওয়া যাবে। হাদীস শরীফে

বর্ণিত আছে, এ কালিমা পড়ে মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করলে আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

খতমে আম্বিয়া পড়ার নিয়ম

অজু অবস্থায় আল্লাহর প্রতি মুতাওয়াজ্জুহ হয়ে মনোযোগের সাথে প্রথমে কয়েকবার ইস্তিগফার ও দুরূদ শরীফ পাঠ করে শুরু করা।

খতমে ইউনুস

ফায়দা : যখন কোন মানুষের উপর অথবা দেশের উপর কঠিন বালা মুছিবত অবতীর্ণ হয় তখন এ আয়াত এক লক্ষ পঁচিশ হাজার বার পাঠ করে আল্লাহ তায়ালার দরবারে দোয়া করলে উত্তম ফলাফল পাওয়া যায়।

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ

প্রতি ১০০ বার পড়ার পর একবার নিম্নের দোয়া পড়তে হয়।

فَاسْتَجَبْنَا لَه وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ۚ وَكَذٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِيْنَ

খতমে খাজেগান

ফায়দা : কঠিন কোন বিপদ আপদ হতে মুক্তি লাভ এবং নেক মাকছাদ পূর্ণ হওয়ার জন্য এ খতম অনেক ফায়দাজনক।

খতমে খাজেগান পড়ার নিয়ম

প্রথমে ইসতিগফার ১১ বার

اَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

তারপর সূরা ফাতিহা কয়েকবার। দুরূদ শরীফ কয়েক বার। সূরা আলাম নাশরাহ কয়েকবার, সূরা ইখলাস কয়েকবার, পুনরায় সূরা ফাতিহা ও দুরূদ শরীফ অতঃপর নিম্নের প্রতিটি দোয়া ১০০ বার করে পাঠ করবে।

- ❖ فَسَهِّلْ يَا اِلٰهِيْ كُلَّ صَعْبٍ بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْأَبْرَارِ سَهِّلْ بِفَضْلِكَ يَا عَزِيْزُ
- ❖ يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ

- ❖ يَا كَافِيَ الْمُهِمَّاتِ
- ❖ يَا دَافِعَ الْبَلِيَّاتِ
- ❖ يَا رَافِعَ الدَّرَجَاتِ
- ❖ يَا حَلَّالَ الْمُشْكِلَاتِ
- ❖ يَا مُسَبِّبَ الْاَسْبَابِ
- ❖ يَا شَافِعَ الْأَمْرَاضِ
- ❖ يَا مُجِيْبَ الدَّعْوَاتِ
- ❖ يَا مُفَتِّحَ الْأَبْوَابِ
- ❖ يَا غَوْثُ اَغِثْنِيْ وَاَمْدِدْنِيْ
- ❖ رَبِّ اِنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ
- ❖ إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ
- ❖ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ
- ❖ فَاسْتَجَبْنَا لَه وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ۚ وَكَذٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِيْنَ
- ❖ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

অতঃপর কাযায়ে হাজতকে সামনে রেখে দোয়া করবে। ইনশা আল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা দোয়া কবুল করবেন।

আল্লাহ তায়ালার গুণবাচক নামসমূহ
(আসমাউল হুসনা)

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ

তিনি আল্লাহ, যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। তিনি-

১	الرَّحْمٰنُ	পরম করুণাময়	১৭	اَلرَّزَّاقُ	জীবিকাদাতা
২	الرَّحِيْمُ	পরম দয়াময়	১৮	اَلْفَتَّاحُ	বিজয় দানকারী
৩	اَلْمَلِكُ	প্রকৃত বাদশাহ	১৯	اَلْعَلِيْمُ	মহাজ্ঞানী
৪	اَلْقُدُّوْسُ	অতি পবিত্র	২০	اَلْقَابِضُ	আয়ত্তকারী
৫	اَلسَّلَامُ	শান্তিময়	২১	اَلْبَاسِطُ	প্রশস্তকারী
৬	اَلْمُؤْمِنُ	নিরাপত্তা দানকারী	২২	اَلْخَافِضُ	অবনতকারী
৭	اَلْمُهَيْمِنُ	রক্ষণাবেক্ষণকারী	২৩	اَلرَّافِعُ	উন্নতি দানকারী
৮	اَلْعَزِيْزُ	পরাক্রমশালী	২৪	اَلْمُعِزُّ	সম্মান দানকারী
৯	اَلْجَبَّارُ	মহাক্ষমতাশালী	২৫	اَلْمُذِلُّ	অপমানকারী
১০	اَلْمُتَكَبِّرُ	সর্বাপেক্ষা মহান	২৬	اَلسَّمِيْعُ	সর্ব শ্রবণকারী
১১	اَلْخَالِقُ	সৃষ্টিকর্তা	২৭	اَلْبَصِيْرُ	সর্বদর্শী
১২	اَلْبَارِئُ	সৃজনকারী	২৮	اَلْحَكَمُ	মহা বিচারক
১৩	اَلْمُصَوِّرُ	আকৃতি গঠনকারী	২৯	اَلْعَدْلُ	ন্যায় বিচারক
১৪	اَلْغَفَّارُ	পরম ক্ষমাশীল	৩০	اَللَّطِيْفُ	মেহেরবান
১৫	اَلْقَهَّارُ	মহাপ্রভাবশালী	৩১	اَلْخَبِيْرُ	সর্বজ্ঞাত
১৬	اَلْوَهَّابُ	মহাপুরস্কারদাতা	৩২	اَلْحَلِيْمُ	পরম সহিষ্ণু

৩৩	اَلْعَظِيْمُ	মহীয়ান	৫১	اَلْحَقُّ	সত্য সনাতন
৩৪	اَلْغَفُوْرُ	পরম ক্ষমাশীল	৫২	اَلْوَكِيْلُ	কর্ম বিধায়ক
৩৫	اَلشَّكُوْرُ	কৃতজ্ঞতাপ্রিয়	৫৩	اَلْقَوِيُّ	মহা শক্তিমান
৩৬	اَلْعَلِيُّ	মহা উন্নত	৫৪	اَلْمَتِيْنُ	পরাক্রান্ত সত্তা
৩৭	اَلْكَبِيْرُ	সর্বশ্রেষ্ঠ	৫৫	اَلْوَلِيُّ	পৃষ্ঠপোষক/ প্রকৃত বন্ধু
৩৮	اَلْحَفِيْظُ	রক্ষাকারী	৫৬	اَلْحَمِيْدُ	প্রশংসিত
৩৯	اَلْمُقِيْتُ	অন্নদাতা	৫৭	اَلْمُحْصِيْ	সর্বজ্ঞানী
৪০	اَلْحَسِيْبُ	হিসাব গ্রহণকারী	৫৮	اَلْمُبْدِئُ	সৃষ্টির সূচনাকারী
৪১	اَلْجَلِيْلُ	মহিমান্বিত	৫৯	اَلْمُعِيْدُ	পুনর্জীবনদাতা
৪২	اَلْكَرِيْمُ	অত্যন্ত সম্মানী ও দানশীল	৬০	اَلْمُحْيِيْ	জীবনদাতা
৪৩	اَلرَّقِيْبُ	তীক্ষ্ণ দৃষ্টিদানকারী	৬১	اَلْمُمِيْتُ	মৃত্যুদাতা
৪৪	اَلْمُجِيْبُ	কবুলকারী	৬২	اَلْحَيُّ	চিরঞ্জীব
৪৫	اَلْوَاسِعُ	সর্বব্যপী	৬৩	اَلْقَيُّوْمُ	চিরস্থায়ী
৪৬	اَلْحَكِيْمُ	মহাকুশলী	৬৪	اَلْوَاجِدُ	ধনী
৪৭	اَلْوَدُوْدُ	প্রেমময় সত্তা	৬৫	اَلْمَاجِدُ	গৌরবান্বিত
৪৮	اَلْمَجِيْدُ	মহিমাময়	৬৬	اَلْوَاحِدُ	একক সত্তা
৪৯	اَلْبَاعِثُ	পুনরুত্থানকারী	৬৭	اَلْأَحَدُ	নিজ গুণে অনন্য
৫০	اَلشَّهِيْدُ	সর্বদা বিদ্যমান	৬৮	اَلصَّمَدُ	অমুখাপেক্ষী

৬৯	اَلْقَادِرُ	ক্ষমতাধর	৮৫	ذُوْ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ	গৌরব ও মহত্বের অধিকারী
৭০	اَلْمُقْتَدِرُ	ক্ষমতার অধিকারী	৮৬	اَلْمُقْسِطُ	ন্যায় বিচারক
৭১	اَلْمُقَدِّمُ	উন্নতিদাতা	৮৭	اَلْجَامِعُ	একত্রকারী
৭২	اَلْمُؤَخِّرُ	অবনতিদাতা	৮৮	اَلْغَنِيُّ	ঐশ্বর্যশালী
৭৩	اَلْأَوَّلُ	আদি	৮৯	اَلْمُغْنِيْ	ঐশ্বর্যদানকারী
৭৪	اَلْاٰخِرُ	সর্বশেষ	৯০	اَلْمَانِعُ	নিবারক
৭৫	اَلظَّاهِرُ	প্রকাশ্য	৯১	اَلضَّارُّ	অনিষ্টদানকারী
৭৬	اَلْبَاطِنُ	অপ্রকাশ্য	৯২	اَلنَّافِعُ	উপকারদাতা
৭৭	اَلْوَالِيْ	কর্মবিধায়ক	৯৩	اَلنُّوْرُ	জ্যোতি
৭৮	اَلْمُتَعَالِيْ	মহাউন্নত	৯৪	اَلْهَادِيْ	সৎপথ প্রদর্শক
৭৯	اَلْبَرُّ	মঙ্গলদাতা	৯৫	اَلْبَدِيْعُ	বিনানুকরণে সৃষ্টিকর্তা
৮০	اَلتَّوَّابُ	কবুলকারী	৯৬	اَلْبَاقِيْ	চির বিরাজমান
৮১	اَلْمُنْتَقِمُ	প্রতিশোধ গ্রহণকারী	৯৭	اَلْوَارِثُ	স্বত্তাধিকারী
৮২	اَلْعَفُوُّ	ক্ষমাকারী	৯৮	اَلرَّشِيْدُ	প্রজ্ঞাময়
৮৩	اَلرَّؤُوْفُ	পরম সদয়	৯৯	اَلصَّبُوْرُ	পরম ধৈর্যশীল
৮৪	مَالِكُ الْمُلْكِ	দুনিয়ার মালিক			